আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

১৮৯

মাসিক

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

১৮৯তম সংখ্যা ডিসেম্বর'১৬ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরী

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail : sunnibarta@gmail.com. Website : www.sunnibarta.com

নং- জেপ্রঢা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

হাদিয়া টা: ১৫.০০

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রাঃ)
এম.এম.এম.এ-বিসিএস

সম্পাদক
মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন
খতীব, গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল হাশেম
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।

ডঃ এ্যাডভোকেট আব্দুল আউয়াল
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।

নির্বাহী পরিচালক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রব
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।
যুগ্ম পরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

যোগাযোগের ঠিকানা
আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রব, মোবাইল: ০১৭২০৯০৬৯৯৬
আলহাজ্ব মোঃ শাহ আলম, মোবাইল : ০১৬৭০৮২৭৫৬৮
গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা, মোবাইল ঃ ০১৭১৬৫৭৩৩৩৩
সহযোগী ঃ মোঃ আবু তাহের, মোঃ ইয়াছিন আলী,
মোঃ আবু সাইদ, মোঃ রফিকুল ইসলাম

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ

- অধ্যাপক আলহাজ্ব এম. এ. হাই
- ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
- আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহ আলম
- আলহাজ্ব এ্যাডঃ দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারী আশরাফী
- কাজী মাওঃ মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী
- মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন
- আলহাজ্ব মোঃ মজিবুর রহমান
- মোহাম্মদ হামিদুল হক শামীম (কাউন্সিলর)
- ফারুক আহমেদ আশরাফী
- এডভোকেট কামরুল হাসান খায়ের
- মুহাম্মদ ইউসুফ মিয়া
- মুহাম্মদ মজিবুর রহমান খান মুকুল
- নুরে সালাম

সহযোগিতায়

- এ্যাডভোকেট মোঃ জালাল উদ্দিন
- আলহাজ্ব আজিজুল হক চৌধুরী
- আলহাজ্ব মোঃ জাকির হোসেন
- এ.কে.এম. হাবিব উল কুদ্দুস
- আলহাজ্ব আবু আক্তার ফকির
- মোঃ শহীদুর রহমান
- সুলতান আহ্মেদ
- মোঃ মফিজুর রহমান
- ইঞ্জিনিয়ার শাহ্ আলম বাদল
- মোঃ খলিলুল্লাহ্ পাটোয়ারী
- আলহাজ্ব মোঃ শহিদুল্লাহ্
- কাজী নুরুল আফসার বিদ্যুৎ
- আলহাজ্ব রশিদ আহ্মদ কাজল
- মোঃ শরীফ
- হাজী আলী হোসাইন জাহাঙ্গীর
- সৈয়দ মোঃ নাঈম
- মুহাম্মদ আব্দুল আলীম
- মোঃ সিরাজুল ইসলাম

প্রচারে ঃ গাউসুল আযম রেলওয়ে জামে মসজিদ, শাহ্জাহানপুর, ঢাকা।
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

বিজ্ঞাপনের হার ঃ রঙ্গীন পূর্ণ পৃষ্ঠা-৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা-২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত টাকা), কোয়াটার পৃষ্ঠা-১০০০ টাকা

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : sunnibarta@gmail.com. Website: www.sunnibarta.com

সূচীপত্র

নূরে মোজাস্‌সাম---------- - ০৩

ঈদে মিলাদুন্নবী ঐ'র তাৎপর্য-------- - ০৮

পবিত্র ঈদ এ -মিলাদুন্নবী ঐ'র দলীল-- - ১১

সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে ঈমান-আক্বিদা---------- - ১৪

জশনে জুলূসে ঈদ এ মিলাদুন্নবী ঐ---- - ১৯

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) ছিলেন সুন্নী জামাআত-এর বটবৃক্ষ----- - ২১

প্রসঙ্গঃ না'রায়ে রিসালাত এয়া রাসূলালাহ---------- - ২৩

শিক্ষা বিস্তারে রাসূল ঐ এর আদর্শ----- - ২৮

১২ ই-রবিউল আউয়াল---------- - ৩১

পরিবেশ সংরক্ষণে মহানবী (ঐ)------- - ৩২

- যে আমার রওযা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।
- যে ব্যক্তি আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো।
- যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার রওযা শরীফ জিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে।
- যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়া একমাত্র আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আসবে কিয়ামতে তার জন্য আমি সুপারিশকারী হব।

সম্পাদকীয়

২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ ❖ ০৭ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ ❖ ০৮ ডিসেম্বর ২০১৬

"সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী"

দয়াল নবী এই ধরায় আসলেন মাহে রবিউল আউয়াল মাসে এটা খুশীর মাস; আনন্দের মাস। নিয়ামত প্রাপ্তির মাস। আইয়ামে জাহেলিয়াতের অমানিশা ভেদ করে এ মাসেই রহমতের আলোকবর্তিকা হয়ে আরবের বুকে তাশরীফ আনেন সরকারে কায়েনাত রহমাতুলল্লিল আলামীন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। উনার বিচ্ছুরিত নূরে আলোকময় হয়ে ওঠে বিশ্ব। এ ধরায় তার শুভাগমনের মধ্যে দিয়েই এ বিশ্বমানবতা পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। তাই ঈদে মিলাদুন্নবী আমাদের কাছে তথা সারা বিশ্বের নবীপ্রেমিক মানুষের কাছে অত্যন্ত আনন্দের দিন। যেদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছিলেন- ঐদিন সারা বিশ্ব ছিল খুশীতে মাতোয়ারা। কিন্তু বেজার হয়েছিল শয়তান ইবলিছ। সে ঐদিন জাবালে আবু কোবায়ছে বসে মাথায় ধূলাবালি নিক্ষেপ করছিল- আর চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলেছিল- আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো। কেননা, শয়তানীর মূলোৎপাটনকারীর আগমন হয়েছে। তাই এখনও এক দল শয়তানের অনুসারী ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনে চিৎকার করতে থাকে- আর বলে- "এটা আবু লাহাবী ঈদ উৎসব"। নাউযুবিল্লাহ!

তারা ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এত দলিল পাওয়ার পরও মেনে নিতে চায় না? বাস্তবিক কথা হলা- "ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো যায় কিন্তু ঘুমের ভাব ধরে থাকা ব্যক্তিকে জাগানো যায় না" মলূত; যারা মিলাদুন্নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুধীতা করে তা ভিন্ন স্বার্থের জন্য। তারা জায়েয জেনেও না জানার ভাব ধরছে! আল্লাহ তায়ালা তাদেও কে হেদায়াত করুন। আমিন!

পরিশেষে মাসিক সুন্নীবার্তা এর সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল সহৃদয় মুবারকবাদ ও ঈদে মিলাদুল্লাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভেচ্ছা।

sunnibarta.com

নূরে মোজাস্‌সাম

মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন

আমাদের প্রিয়নবীজির একটি পরিচয় হল তিনি নূরে মোজাস্‌সাম; যার আপাদমস্তক নূর। তাঁর সৃষ্টির উৎস যেমন নূর তদ্রুপ তার পা মোবারাক থেকে মাথা মোবারক পর্যন্ত এমনকি দেহ মোবারকের অভ্যন্তরে যা কিছু রযেছে তার সবই পাক-পবিত্র এবং বরকতময়। এতেই অন্যান্য সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর পবিত্র সত্ত্বার অন্যতম পার্থক্য। সাধারণ মানুষ ঘুমালে অযু ভাঙ্গে আর নবীজি ঘুমালে অযু ভাঙ্গে না, সাধারণ মানুষের দেহ নিঃসৃত ঘাম দুর্গন্ধময় আর নবীজির ঘাম মোবারক মেশক আম্বরের চাইতেও খুশবো। সাধারণ মানুষের প্রশ্রাব-পায়খানা নাপাক আর নবীজির প্রশ্রাব-পায়খানা মোবারক কেবল পাক নয়; বরং বরকতময় তার প্রমাণ পবিত্র হাদীসে পাওয়া যায়, এক বাক্যে হুযূরের দেহের বাহ্যিক- অভ্যন্তরীণ সবটাই পবিত্র। সুতরাং তাঁর সাথে কোন মানুষের তুলনা হতে পারে না। যেমন-

عن أنس، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة، ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم»

অর্থাৎ - হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিল মনি মুক্তার মত, যখন পথ চলতেন, পূর্ণ তারুণ্যের সাথে চলতেন। আমি নবীজির হাতের তালুর মত কোমল না কোন মোটা রেশমী কাপড় দেখেছি, না কোন পাতলা। আর আমি এমন কোন মেশক আম্বরের খুশবো দেখিনাই যা তার শরীর মোবারকের সুগন্ধির চাইতে অধিক খুশবো। [বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ২৬৪ পৃষ্ঠা, মুসলিম শরীফ ২য় ৫৫৭ পৃষ্ঠা]

হযরত উম্মে সুলাইম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন- হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আল আলায়হি ওয়াসাল্লাম দ্বিপ্রহরে আমাদের ঘরে তাশরীফ এনে বিশ্রাম নিতেন। বিশ্রামকালে তার দেহ মোবারকর ঘাম নির্গত হয়ে বিছানা ভিজে যেত। আর আমি সে ঘাম মোবারক একত্রিত করতাম, একদা নবীজি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন- হে উম্মে সুলাইম তুমি কি করছ? আমি বললাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনার পবিত্র ঘাম মোবারক হতে আমাদের চেহারা বরকত হাসিল করবে। আমাদের কাছে যত সুগন্ধি রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে অধিক সুগন্ধি হচ্ছে আপনার ঘাম মোবারক। একথা শুনে নবীজি জবাব দিলেন হে উম্মে সুলাইমান তুমি সত্যিই বলেছ। [সূত্র মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড ২৫৭ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৫১৭ পৃষ্ঠা, মাওয়াহের লাদুনিয়া ২য় খন্ড ৩১৪ পৃষ্ঠা।]

হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে ফজর নামায আদায় করলাম অতঃপর নিজের হুজরা মোবারকের দিকে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে যত বাচ্চা দেখলেন সকলের মুখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন এক পর্যায়ে আমার মুখের উপরও। আমি এমন কোমলতা ও সুগন্ধি অনুভব করলাম মনে হচ্ছিল যেন কোন আতরের বক্সের ভিতর থেকে তিনি এই মাত্র হাত মোবারক বের করে এনেছেন। [মিশকাতুল মাসাবীহ ৫১৭ পৃষ্ঠা, মসুলিম শরীফ ২য় খন্ড ২৫৬ পৃষ্ঠা।] সুবহানাল্লাহ!

প্রিয়নবীজির দেহের প্রতিটি অঙ্গ থেকে এমন খুশবো ছড়াতো চলার সময় অলি- গলি সুবাসিত হয়ে যেত। হযরত উতবা ইবনে ফরকদ সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু'র দেহ থেকে সব সময় উন্নতমানের খুশবো ছড়াব। অথচ তিনি কখনো খুশবো ব্যবহার করতেন না। তাঁর চারজন স্ত্রী নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠতো কার শরীরে কতবেশী খুশবো? কিন্তু ঐ মুহূর্তে তাদের স্বামী হযরত উতবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখনই তাদের সকল খুশবো ম্লান হয়ে যেত। একদিন চার স্ত্রী একত্রিত হয়ে স্বীমীর কাছে জানতে চাইলো- আচ্ছা আমরা যতই উন্নত মানের সুগন্ধি প্রসাধনী ব্যবহার করি না কেন কিন্তু আপনি যখন আসেন তখন আমাদের খুশবোর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল আপনার খুশবতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটা শুনে তিনি বললেন- আমি তো কখনো খুশবো লাগায়নি। তবে এর পেছনে এক

রহস্যের কথা তোমাদের বলছি আমি এক সময় এক কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলাম। এমনকি আমার শরীরে পচন ধরেছিল, তাই নিরাময়ের জন্য নবীজির দরবারে ফরিয়াদ করলাম। নবীজি আমাকে সামনে বসিয়ে বললেন- জামা উঠাও। জামা উঠালাম। তিনি তার নূরানী হাত ফু দিয়ে আমার পিঠে এবং পেটে মালিশ করে দিলেন। তখন থেকেই আমার শরীর থেকে এ খুশবো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। [সূত্র- খাসায়েসে কুবরা কৃত- ইমাম জালালুদ্দিন সূয়তী]

ইমাম সূয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, এ হাদিস ইমাম তাবরানী আল মু'জামুল কবির এবং আল ম'জুমুল আওসাত এর মধ্যে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন।

উম্মুল মুমিমীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন - যে দিন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হতে জাহেরিভাবে পর্দা করলেন, সেদিন তাঁর নূরানী হাত আমার হাতের সাথে লাগিয়ে আমার বুকে মালিশ করলাম। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ আমি এমন খুশবো অনুভব করলাম উযু করার সময় খাবারের সময় আমি কেবল খুশবই অনুভব করতাম। [সূত্র -শাওয়াহেদুল নবুয়ত ১৮৭ পৃষ্ঠা, খাসায়েসে কুবরা খন্ড ২য় খন্ড ২৭৪ পৃষ্ঠা]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরেই থাকা অবস্থায় যখন ইন্তেকাল করেন- তখন এমন এক খুশবো প্রবাহিত হয় যা আমি আর কখনো পাইনি। [খাসায়েসু কুবরা ২৭৪ পৃষ্ঠা .২য় খন্ড।]

ইমাম ইবনে সা'দ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা যখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইন্তিকালের পর গোসল দিচ্ছিলেন- তখন তিনি বলে উঠলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-বাবা আপনার কদমে উৎসর্গ হোক! আপনার জীবন যেমন পবিত্র, আপনার ইন্তিকালও পবিত্র। অতঃপর তিনি বললেন গোসল দেওয়ার সময় নবীজির পবিত্র দেহ মোবারক হতে এক সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়েছিল যে সুগন্ধি কেউ কোনদিন পায়নি।

মূলত প্রিয়নবীর আপদমস্তক নূর আর নূর তার পবিত্র সত্তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাতি নূর হতেই সৃষ্টি করেছেন। সুফিয়া কেরামের অভিমত হল পৃথিবীর অলি, আবদাল, গাউস, কুতুবদের রূহানী শক্তি যত কোমল আমাদের প্রিয়নবীজির দেহ মোবারক তার চেয়ে আরো বেশি কোমল। আল্লামা মিয়া শের মুহাম্মদ শরকপুরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- দুনিয়ার ফোকাহায়ে কেরাম, মুজতাহেদীন এজামের অভিমত হল নবীজির দেহ মোবারক তো বটে; বরং তার প্রশ্রাব-পায়খানা মোবারক, থুথু মোবারক ইত্যাদিও পবিত্র এবং বরকতময়।

মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি জনৈক সাহাবীর উদ্ধৃতি বর্ণনা করেন- একদিন আমি দেখলাম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাজত পূর্ণ করার লক্ষ্যে একটু দূরে গেলেন আর হাজত শেষে করে ফিরে আসলেন। অতঃপর আমি সেই জায়গায় গেলে তিনটি পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি ওই তিনটি পাথর হাতে নিলাম। দেখলাম তা থেকে মেশকের চেয়ে অধিক খুশবো প্রবাহিত হচ্ছে। পরবর্তীতে আমি সেই পাথর তিনটি আমার আস্তিনের ভিতরে করে নিয়ে আসলাম। সেখান থেকে এমন সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ত যা অন্যান্য মুসল্লিদের খুশবোকে ম্লান করে দিত।

উল্লেখ্য এটি হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয়; বরং স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় হাবীবকে এই নূরানী বৈশিষ্ট্য দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ মাটির জন্য ফরয করে দেন যখনই আমার হাবীব হাজত পূর্ণ করবেন তাৎক্ষণিক যেন তা গিলে ফেলে।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা একদিন নবীজির কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বাথরুমে গিয়ে আসার পর যে কেউ উক্ত বাথরুমে গেলে সে কিছুই দেখতে পায়না যা আপনার পবিত্র দেহ থেকে বের হয়েছে? জবাবে নবীজি ইরশাদ করলেন, হে আয়েশা তুমি কি জান না, আল্লাহ তা'আলা মাটিকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, নবীদের শরীর থেকে যা কিছু বের হয়ে তা যেন গিলে খেয়ে ফেলে। [সূত্র- দালায়েলু নবুয়ত ২য় খন্ড ৪৪৪ পৃষ্ঠা, আল মাওয়াহেব ২য় খন্ড ৩১৪ পৃষ্ঠা, নসিমুর রিয়াজ ১ম খন্ড ৩৫৩ পৃষ্ঠা, যুরকানী ৪র্থ খন্ড ২২৮ পৃষ্ঠা]

শায়খুল মুহাদ্দেসীন হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি মাদারেজুন নবুয়তে লিখেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন হাজত পূর্ণ করার ইচ্ছা করতেন তখন জমিনে কৌতূহল সৃষ্টি হতো এবং যমীন তার প্রশ্রাব মোবারক, পায়খানা মোবারক খেয়ে ফেলত এমনকি ওই জায়গা হতে এমন এক খুশবো বের হত যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তো। [সূত্র- মাদারেজুন নবুয়ত ফার্সী ১ম খন্ড ২৫ পৃষ্ঠা, শেফা কাজী আয়াজ ১ম খন্ড ৬৩ পৃষ্ঠা]

প্রিয়নবীর একজন বাদী (দাসী) ছিলেন। নাম উম্মে আয়মান বারাকাহ। নবীজির ঘরে কাজ করতে গিয়ে খাটের নিচে রাখা একটি পেয়ালায় কিছু পানি দেখতে পেলেন এমন সময় তার প্রচন্ড পিপাসা পেল। তিনি ঐ পানি পান করে নিলেন। পরদিন প্রত্যুষে নবীজি উম্মে আয়মানকে বললেন- ঐ পেয়ালায় যা রয়েছে তা বাইরে ফেলে দাও। উম্মে আয়মান বললেন- হুযূর আমিতো তা পান করে নিয়েছি। একথা শুনে নবীজি হাসলেন এবং ইরশাদ করলেন, উম্মে আয়মান এর বরকাতে তোমার পেটে কোনদিন রোগ-ব্যাধি হবে না এবং তোমাদের পেট কোনদিন দোযখের আগুনে স্পর্শ করবেনা। উল্লেখ্য যে উম্মে আয়মন যা পান করলেন তা কোন সাধারণ পানীয় ছিলনা বরং তা ছিল নবীজির পবিত্র প্রশ্রাব মোবারক। সুবহানাল্লাহ! [সূত্র - আল মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া ২য় খন্ড ৩১৭ পৃষ্টা, সিরাতে হালভীয়া ২য় খন্ড ২৮, যুরকানী ৪র্থ খন্ড ২৩১ পৃষ্ঠা]

আল্লামা কাজী আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন উক্ত হাদীসটা সহীহ, ইমাম কুরতবী উক্ত হাদীস বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হিসেবে পেয়েছেন।

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত মালেক বিন সিনান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উহুদ যুদ্ধের দিনে সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র রক্ত মোবারক পান করার পর নবীজি তাকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন- তোমাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা। [শেফা কাজী আয়াজ ১ম খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা]

ইবীজ ইরশাদ করনে যে শরীরে আমার শরীরের রক্ত প্রবেশ করছে সে শরীর কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে না। তার দেহ কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবেনা। [সিরাতে হালভীয়া ২য় খন্ড ৬৪ পৃষ্ঠা]

সুতরাং সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বুঝা গেল নূরনবীজির নূরানী দেহ মোবারকের বাহ্যিক অভ্যন্তরীন প্রত্যেকটি অঙ্গ পবিত্র বরকতময়। অপর বর্ণনায় রয়েছে হযরত মালেক বিন সিনান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবীজির রক্ত পানের পর নবীজি ইরশাদ করেন -

من اراد ان ينظر الى رجل اهل الجنة فلينظر الى هذا-

অর্থাৎ- কেউ যদি জান্নাতবাসী কোন লোক দেখতে চায় সে যেন এ ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে। [সিরাতে হালভীয়া ২য় খন্ড ২৮৭ পৃষ্ঠা]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ঘটনা। তিনি বলেন আমি একদিন রাসূলে পাকের দরবারে এসে দেখি নবীজি শিঙ্গা লাগিয়েছেন। কাজ শেষে নবীজি বললেন হে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর এই রক্তগুলো নিয়ে যাও এবং এমন জায়গায় রেখে দাও যাতে কেউ দেখতে না পায়। নির্দেশমতে আমি বাহিরে নিয়ে গেলাম। একপর্যায়ে সে রক্ত আমি নিজেই পান করে নিলাম। ফিরে এলে হুযূর জিজ্ঞাসা করলেন, আব্দুল্লাহ এগুলো তুমি কোথায় রেখেছ? আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ এমন জায়গায় রেখেছি যেখানে কেউ দেখতে পাবেনা। আমি বললাম জি হ্যা ইয়া রাসূলাল্লাহ! হুযূর বললেন এখন তোমার সাহস এতই বৃদ্ধি পাবে যে কোন লোক তোমার সামনে দাড়াতে পারবে না। [সিরাতে হালভীয়া ২য় ২৯ পৃষ্ঠা]

সুবহানাল্লাহ, নবীজির নূরানী রক্ত মোবারক পান করার বরকতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সাহস ও হিম্মত বেড়ে গেল। মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন হযরত আবু বকর ইবনে আরাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- নবীজির প্রশ্রাব মোবারক, পায়খানা মোবারক, রক্ত মোবারক সহ দেহ নিঃসৃত সকল বস্ত পবিত্র এবং বরকতময়। [শরহে শেফা ১ম খন্ড ৩৫৪ পৃষ্ঠা]

সহী মুসলিম শরীফে বর্ণনা এসেছে-

ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقذ ره احد بل يتبر كون باثاره صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يتبر كون ببصاقه ونخامته ويد لكون بذالك وجوههم وشرب بعضهم بوله وبعضهم دمه وغير ذالك مما هو معروف من عظيم اعتنائهم باثاىه صلى الله عليه وسلم التى يخالفه فيها غيره -

অর্থাৎ- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কোন মুমিন ঘৃণা করতে পারে না। বরং তার প্রতিটি সংশ্লিষ্ট বস্তু থেকে বরকত হাসিল করে থাকে। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম নবীজির থুথু মোবারক যাবতীয় শ্লেষ্মা মোবারক বরকত মনে করতেন। ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা তারা চেহারায় মালিশ করতেন এমনকি অনেকে নবীজির প্রশ্রাব মোবারক, রক্ত মোবারক ইত্যাদি পান করেছেন। কেননা একথা প্রসিদ্ধ যে, তাবারকের প্রতি সাহাবীদের ছিল বিশেষ আকর্ষণ; যা আজ পর্যন্ত কেউ বিরোধীতা করেনি। [শরহে মুসলিম ১ম খন্ড ১৮০ পৃষ্ঠা]

তবে দুর্বল ঈমানদাররা এ সব বিষয়ে বিতর্ক করতে পারে। শায়খে মুহাক্কিক হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ হাদীসের আলোকে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার পর বলেন - এই হাদীস প্রমাণ করে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশ্রাব মোবারক, পায়খানা মোবারক এবং রক্ত মোবারক পাক, অনুরূপ অন্যান্য দেহ নিঃসৃত বস্তুর হুকুমও তাই। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহমাতুল্লাহ আলায়হি উমদাতুল ক্বারী কিতাবে লিখেন ইমাম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মাযহাব তথা অভিমতও তাই। [মাদারেজুন নবুয়ত ফার্সী ১ম খন্ড ২৬ পৃষ্ঠা মাদারেজুন নবুয়ত উর্দ - ১ম খন্ড ৫১ পৃষ্ঠা]

তাফসীরে রুহুল বায়ানে রয়েছে -

وفى انسان العيون فضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة -

ইনসানুল উয়ূন কিতাবে রয়েছে -নবীজির দেহ মোবারক হতে নিঃসৃত সকল বস্তুই পাক। সুফিয়া কেরাম হতে বর্ণিত রাসূলে পাক সাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পেশাব-পায়খানাসহ সকল দেহ নিঃসৃত বস্তুই পবিত্র এবং তা থেকে মেশক আম্বরের চাইতেও খুশবো। এবং এটাই স্বভাবিক। কারণ নবীজির দেহ মোবারকের অভ্যন্তরীণ পুরো জগতটাই নূরানী। [তাফসীরে রুহুল বায়ন ৫ম খন্ড ৭ পৃষ্ঠা]

সম্মানিত পাঠক একটু চিন্তা করুন সাধারণ মানুষের সাথে নবীজির পার্থক্য কতদূর। এরপরও যারা বলতে পারে নবী আমাদের মত, আমাদের মত দোষেগুণে মানুষ তাদের ঈমান কী অবস্থা? এক বাক্যে বলতে হবে নবীজির শরীরে জাহেরী-বাতেনী সবদিক নূরানী।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছায়া না থাকা ঃ

অপেক্ষাকৃত কম আলোর বাতির সামনে অধিক আলোর ছায়া দেখা যায় না। একটা মোমবাতি প্রজ্জলিত করলে আশেপাশের সবকিছু আলোকিত করে দেয় তখন ঐসব বস্তুর ছায়া পড়ে বিপরীত দিকে। আবার যখন সূর্য উদিত হয় তখন মোমবাতির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না এবং মোমবাতির আলোতে সূর্যের বিপরীতে কোন ছায়া পড়বে না। একথা সন্দেহের বিন্দু মাত্র অবকাশ রাখে না যে, সূর্যের আলোর চেয়ে প্রিয় নবীজির আলোর শক্তি অনেকগুণ বেশি বরং তারই পবিত্র নূর হতে চন্দ্র -সূর্য আলোকিত। সুতরাং সূর্য হোক চন্দ্র হোক সকল আলো নবীজির নূরের সামনে ম্লান। তাইতো তিনি চলাফেরার সময় তার নূরানী দেহ মোবারকের ছায়া পড়তনা।

আল্লামা ইবনে জওযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন -

لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ولم يقم مع شمس الاضوئه ضوئها ولا السراج الا غلب ضوئه ضوئه -

অর্থাৎ- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ছায়া ছিলনা। যখন তিনি সূর্যের আলোর সামনে দাঁড়াতেন তখন তাঁর আলো সূর্যের আলোর সামনে দাঁড়াতেন তখন তার আলো সূর্যের আলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করত, অনুরূপ যে কোন বাতির সামনে তার পবিত্র নূর মোবারক প্রাধান্য বিস্তার করত।

আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি খাসায়েসে কুবরা কিতাবে লিখেন -

من خصائصه ان ظله كان لا يقع على الارض وانه كان نورا فكان اذا مشى فى الشمس او القمر لا ينظر لهم ظل قال بعضهم وشهد له حديث قوله صلى الله عليه وسلم فى دعائه واجعلنى نورا -

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে অন্যতম হল তিনি চলার সময় পৃথিবীর বুকে তার ছায়া পড়তনা। তিনি নূর যখন সূর্য কিংবা চন্দ্রের আলোতে হাঁটতেন তখন তার কোন ছায়া দেখা যেতনা। কেউ কেউ বলেছেন- ঐ হাদীসই তার প্রমাণ যেখানে নবীজি বলেছেন- আল্লাহুম্মাজ আ'লানী নূরান। অর্থাৎ - আল্লাহ আমার আপদমস্তক নূর বানিয়ে দাও। [সূত্র- খাসায়েসে কুবরা ১ম খন্ড ৬৮ পৃষ্ঠা, যুরকানী আলাল মাওয়াহেব ৪র্থ খন্ড ২২০ পৃষ্ঠা, নফীউল ফাঈ ৩ পৃষ্ঠা]

Avjvgv nwKg wZiwghx nhiZ RvKIqvb iwØqvjvû ZvÔAvjv Avbûi eYbv K‡ib-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى له ظل فى شمس ولاقمر -

A_vr- ivm~‡j cvK mvjvjvûv ZvÔAvjv Avjvqwn Iqvmvjvg Ôi Qvqv wQjbv; bv m~‡hi Av‡jv‡Z bv P‡›`i Av‡jv‡Z|

PZzÎk kZvãxi gRvwÏ` AvÔjv nhiZ, Avwhgy eiKZ Bgvg Avn‡j mybœvZ Bgvg Avng` †ihv Lvb †e‡ij fx ivngvZzjøvwn Avjvqwn G wel‡q GKwU cvgvY¨ cy¯K iPbv K‡i‡Qb| bvg bdxDj dvC Avj¤§vb Avbvi weben~iwn Kzjv kvC| wZwb †mB cy¯‡K HmKj gbxlxi bvg D‡jL K‡ib hviv ivm~‡j cvK mvjvjvû ZvÔAvjv Avjvqwn Iqvmvjvg Ôi †`n †gveviK Qvqv wQjbv g‡g Kjg a‡i‡Qb| Zv‡`i g‡a¨ Ab¨Zg n‡jb 1. nv‡dRy nv`xm Avjvgv hyvexb, 2. Avjvgv Be‡b mvev, 3. Avjvgv KvRx AvqvR gv‡jKx, 4.Av‡id i¤gx gvIjvbv Rvjvj DÏxb i¤gx, 5. Bgv‡g iveŸvbx †gvRv‡Ï‡` Avj‡d mvbx †kL Avng` dvi¤Kx miwn›`x, 6. Avjvgv †nvmvBb w`qv‡i wKeix, 7. mv‡n‡e wmiv‡Z kwgqv, 8. mv‡n‡e wmiv‡Z nvjfxqv, 9. Avjvgv RvjvjŸxb mqzZx, 10 Bgvg Ave`y ingvb Be‡b RDhx, 11. Avjvgv wknveŸxb †Lddvhx, 12. Bgvg KzZjvbx, 13. Avjvgv hiKvbx, 14. Ave`y nK gynvwÏ‡m †`njfx, 15. gvIjvbv Ave`y nvB jvL‡bŠfx, 16. kvn Ave`y Awhh gynvwÏm †`njfx iv‡ngvûgyvû ZvÔAvjv|

D‡jL¨ RMZ weL¨vZ Bgvg I Ijvgv‡`i AvKx`v †hLv‡b GB †h, ivm~‡j cv‡Ki †Kvb Qvqv wQj bv †m †ÿ‡Î Pzbcyb †Kvb †gvjv hw` Zv A¯xKvi K‡i e‡m Zvi wVKvbv †Kv_vq nIqv DwPZ Zv cvV‡Ki we‡e‡Ki Dci †Q‡o w`jvg| Av‡iv gRvi e¨vcvi nj Zv‡`i GK gyeŸx †gŠs iwk` Avng` Mv½yx Gg`v`yn mybœK wKZv‡e wj‡Lb-

A_vr- Avjvn ZvÔAvjv Zui wcq nvexe‡K bi- e‡j‡Qb Ges AmsL¨ nv`xm Øviv cgwYZ †h, bexwRi †`n †gvevi‡Ki Qvqv wQjbv| cKvk _v‡K †h, bi- e¨ZxZ mKj e¯i Qvqv _v‡K| [m~î- Gg`v`yn mybœK 156 cÿv]

GK_v cgwYZ nIqvi ciI hw` †Kvb †`Ie›`x Ggb GKwU welq A¯xKvi K‡i Zvn‡j Zvi gyeŸxi Kx Ae¯v n‡e?

‡kIK_v, Bmjv‡gi mwVK i|c‡iLv Avn‡j mybœvZ Iqvj Rvgv‡Zi AwK`v nj, ivm~‡j cvK mvjvjvn ZvÔAvjv Avjvqwn Iqvmvjvg Avjvni bi-| Ges Zvi cweÎ bi- n‡Z mKj m„wó| wZwb b~‡i †gvRvmmvg; Avcv`g¯K bi-| wZwb Avgv‡`i gZ bb| Zvi mv‡_ m„wó RM‡Zi Kv‡iv mv‡_ Zzjbv nqbv wZwb Avjvni †kI bex I †kôbex| wZwb ivngvZzj wjj Avjvgxb|

wemwgjwni ivngwbi iwng

bvi‡q ZvKexi
bvi‡q wimvjvZ

Avjvû AvKevi
Bqv ivm~jvjvn (`:)

LvbKv-G-RwjwjqV

Ògv bxo Ó 132/3 Avng`evM, †ivW bs-2, meyRevM, XvKv- 1214
†dvb t 7275107, 0172-0906996

LvbKv-G-Rwjwjqvq cwZ Bs‡iRx gv‡mi 2q eη¯úwZevi ev` gvMwie nvjKv‡q whwKi I wgjv` gvnwdj Abyôô nq| D³ Abyôv‡b mKj cxifvB, ûRyi f³eš` I Abyvix LvbKvq Dcw¯Z n‡q Gev`Z-e‡›`Mx I ûRyii i|nvbx d‡qR jvf K‡i Av‡Li‡Zi A‡kI †bKx nwmj Ki¤b|

mvjvgv‡š

†gvnv¤§` Ave`yie I ûRyii f³e„›`

ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) 'র তাৎপর্য

মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আনোয়ারী

ঈদ অর্থ খুশি, আর মিলাদুন্নবী অর্থ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুভ আবির্ভাব, শুভাগমন, জন্ম ইত্যাদি। সুতরাং ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) মানে নবীজির জন্ম উৎসব পালন করার মাধ্যমে আনন্দ ও খুশি উদ্‌যাপন করা। অতএব, এই পৃথিবীতে বিশ্বনবীর শুভাগমন উপলক্ষে ওয়াজ নছিহত, আলোচনা, (জশনে জুলুস, সভা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, দান-খয়রাত) তবাররুক বিতরণ ইত্যাদি পালন করাকেই ঈদ-ই মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলে আখ্যায়িত করা হয়। দলিল চতুষ্টয় তথা কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা-কিয়াসের আলোকে এটা উদযাপন অত্যন্ত পূণ্যময় ইবাদত এবং প্রিয়নবী রাহমাতুল্লিল আলামিনের প্রতি আন্তরিক মুহাব্বত, প্রেম ও ভালবাসা প্রদর্শনের সর্বোত্তম পন্থা। নিম্মে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার দলীল পেশ করা হল।

আল-কুরআনের আলোকে ঃ- এক. পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমারানের ৮১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, আর যখন আল্লাহ তায়ালা সকল নবী আলাইহিমুস্ সালাম থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেলেন, "আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর যখন শুভাগমন করবেন মহান সম্মানিত রাসূল, তোমাদের সাথে যা রয়েছে সেগুলোর সত্যায়িতকারী তখন তোমরা তার অবশ্যই সাহায্য সহযোগিতা করবে। তোমরা কি স্বীকার করে নিয়েছ এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছ? সকলে সমস্বরে আরজ করল আমরা স্বীকার করলাম। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন তবে তোমরা পরস্পরে সাক্ষী হয়ে যাও। আমি তোমাদের সাথে সাক্ষীর অন্তর্ভুক্ত হলাম। অতঃপর যারা অঙ্গীকার করার পর তা থেকে বিমূখ হবে তারাই আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী। " কি চমৎকার মর্যাদা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর। আল্লাহ তায়ালা রূহ জগতে সকল নবীর নিকট থেকে অঙ্গীকার নিচ্ছেন। এটাই সর্ব প্রথম মিলাদ যা আল্লাহ তায়ালা নবীজির শান-মান ও সুউচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য নিজেই ব্যবস্থা করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো মিলাদ পাঠ করা মহান আল্লাহ্‌র সুন্নাত আর মিলাদ শ্রবণ করা নবীদের সুন্নাত।

দুই. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা ইব্রাহিমে ঘোষণা করেন 'ওয়াযাক্কিরহুম বি আইয়্যামিল্লাহ' অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিবসগুলো স্মরণ করিয়ে দিন আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং সব দিবসই তার এরপরেও উল্লিখিত আয়াতে করিমায় কোন দিনকে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত বিশেষভাবে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত উবাই ইবনে কা'ব হযরত মুজাহিদ এবং হযরত কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখ তাফসীর বিশারদগণ বলেন যে, এ আয়াতে আল্লাহর দিন দ্বারা ওই সকল দিনই উদ্দেশ্য যে দিবস সমূহের মধ্যে মহান স্রষ্টা তার বান্দাদের উপর অফুরন্ত নিয়ামত, রহমত ও করুণা বর্ষণ করেছেন।

এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, আমাদের আকৃ ও মাওলা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু তা'আল আলায়হি ওয়াসাল্লাম-ই হচ্ছেন মহান আল্লাহ প্রদত্ত সকল নিয়ামতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্ব উৎকৃষ্ট নিয়ামত। অতএব এই জগতে তার শুভাগমনের দিবস মহান নিয়ামত। তাই ওই দিনকে স্মরণ করার জন্য উৎসাহিত করা আল্লাহরই নির্দেশের প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন।

তিন. রাব্বুল আলামীন কালামে মজীদে তার দয়া ও বখশিশ লাভ করার পর খুশি উদযাপনের নির্দেশ দিয়ে সূরা ইউনুসের ৫৮ নং আয়াতে এরশাদ করেন, 'কুল বিফাদ্বলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহী ফা বিযালিকা ফাল ইয়াফরাহু হুয়া খাইরুম মিম্মা ইয়াজমাউন। অর্থাৎ হে মাহবুব আপনি ঘোষণা করুন আল্লাহর অনুগ্রহ এবং করুণা (নবীজিকে) পাওয়াতে মানবজাতির আনন্দ উদযাপন করা উচিত। ওই খুশি ও আনন্দ সকল ধনভান্ডার হতে অতি উত্তম। এই আয়াতে আল্লাহর ফজল ও রহমতকে উপলক্ষ করে খুশি ও আনন্দ উৎসব করার জন্য বিশেষ ভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত। ফলে পৃথিবীতে তার আগমনের দিন

www.sunnibarta.com

শরিয়তসম্মত পন্থায় ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালন করা কুরআন পাকের নির্দেশেরই অন্তর্ভুক্ত।

চার. মহান আল্লাহ আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেন 'লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মু'মিনীনা ইজ বায়াছা ফী- হীম রাসূলা। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের উপর বড়ই দয়া করেছেন যে, তাদের কল্যাণের জন্য সম্মনিত রসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শুভ আগমন মুমিনদের জন্য বড় নেয়ামত, সুতরাং নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য ১২ রবিউল আউয়াল ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করা সর্ব উত্তম নেক আজ।

পাঁচ. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমারানের ১০৩ নম্বর আয়াতে বলেন, "ওয়াযকুর নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর; যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কে দান করেছেন। সৃষ্টির ইতিহাসে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বোত্তম নেয়ামত হলেন তার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীগণ আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যই ১২ রবিউল আউয়াল নবীজির পৃথিবীতে শুভ আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করে থাকেন।

ছয়. পূর্ববতী সকল নবী রাসূল স্ব-স্ব যুগে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের মিলাদুন্নবী পালন করার কথা বর্ণনা দিয়ে আল কুরআনে এরশাদ করেন, "ওয়া ইযক্বালা ঈসাবনু মারয়ামা ইয়াবানী ঈসরাঈলা ইন্নি রাসুলুল্লাহি ইলায়কুম মুসাদ্দিকাল লিমা বায়না ইয়াদাইয়া মিনাত তাওরাতি ওয়া মুবাশশিরাম বি রাসূলিন ইয়াতি মিম বা'দিসমুহু আহমদ। অর্থাৎ হে আমার প্রিয় নবী ওই সময়ের কথাকে আপনি স্মরণ করুন, যখন মরিয়াম তনয় ঈসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল আমি তোমাদের নিকট রাসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছি। আমি আমার পূর্ববতী তাওরাত কিতাবের সত্যায়ন করছি এবং এমন এক মহান রাসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি যিনি আমার পরেই আগমন করবেন। আর যার নাম হবে আহমদ।

উপরোল্লিখিত কুরআন পাকের আয়াতসমূহ হুজুর পাক, সাহেবে লাওলাক সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মিলাদ বৈধ হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। অতএব, এটা শরিয়তসম্মত অনষ্ঠান। নবীজির প্রতি আন্তরিক মুহাব্বত ও অকৃত্রিম প্রেম ভালবাসা ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশের সর্বোত্তম পন্থা।

হাদীস শরীফের আলোকেঃ- এক.বিশ্ববরেণ্য আলেমেদ্বীন, মোফাচ্ছেরে কুরআন, আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি রচিত কিতাব 'আল হাভী লিল ফাত্ওয়া' এর ১৯৪ পৃষ্ঠায় হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন যে হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর ছাগল জবেহ করে নিজের মিলাদ উদযাপন করেছেন।

দুই. হুজুর পাক সাল্লাললাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সপ্তাহের প্রতি সোমবার নফল রোযা রাখতেন। প্রিয় নবীর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কারণ জানতে চাইলে তিনি এরশাদ করেন, ফীহে উলিদতু ওয়া ফীহে উনযিলা' অর্থাৎ ওই দিনেই আমার জন্ম হয়েছে এবং ওই দিনেই আমার উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল নবীজি নিজের জন্ম দিনের শুকরিয়া স্বরূপ প্রতি সোমবার রোযা পালন করার মাধ্যমে নিজের মিলাদ নিজে উদযাপন করছেন।

তিন. সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে একদা তিনি নবীজিসহ হযরত আবু আমের আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ঘরে গমন করলে দেখতে পেলেন যে, হযরত আবু আমের আনসারী রাদ্বিয়াল তা'আলা আনহু তার সন্তানাদিসহ অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে একত্রিত করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং বলছেন যে এটা ওই দিন অর্থাৎ আজই এ বিশ্বে তার শুভ বেলাদতের তারিখ। এ অবস্থা দেখে নবীজি খুবই আনন্দিত হলেন এবং বললেন হে আবু আমের, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার জন্য তার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং ফিরিশতাকুল তোমাদের সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। হে আবু আমের যারা তোমার মত এরূপ কাজ করবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তোমার মত পুরস্কৃত করবেন।

চার. সাতশত হিজরীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজুল হাদীস হযরত শেখ আবুল খাত্তার ইবনে দাহিয়া রহমাতুল্লাহি আলায়হির কিতাব 'আত্তানভীর ফি মাওলিদিল বশিরে ওয়ান নজীর' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি একদিন নিজ ঘরে জনগণকে সমবেত করে নবীজির জন্ম কাহিনী বর্ণনা করছিলেন, যা শ্রবণ করে উপস্থিত সবাই আনন্দ উৎফুল্লচিত্তে নবীজির দরুদ, সালাম পেশ করতে লাগলেন। এ সময় নবীজি সেখানে উপস্থিত হয়ে অবস্থা দেখে তাদের উদ্দেশ্যে এরশাদ ফরমান, 'হাল্লাত লাকুম শাফা'আতী' অর্থাৎ তোমাদের জন্য আমার শাফায়াত হালাল (ওয়াজিব) হয়ে গেল। নবী মোস্তাফার নূরানী মুখ হতে নিঃসৃত এ মন্তব্য প্রমাণ করে যে, ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন কতই না উত্তম ইবাদত ও উৎকৃষ্ট আমল।

পাঁচ. সহী বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হযরত ইমাম কোস্তলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন রবিউল আউয়াল যেহেতু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর শুভ আগমনের মাস সেহেতু এ মাসে বিশ্বের মুসলমান সবসময় মিলাদের ব্যবস্থা করে থাকেন। তারা রাতে দান সদকা এবং সাওয়াবের কাজ পালন করে থাকেন। বিশেষ করে এ সকল অনুষ্ঠানে নবীজির শুভ বেলাদতের আলোচনা করে থাকে। আল্লাহর রহমত হাসিল করেন। মিলাদ মাহফিলে বরকত লাভ করাটা পরীক্ষিত। মিলাদ মাহফিলের কারণে ওই বছর শান্তি ও নিরাপদে অতিবাহিত হয়। আর নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার দ্রুত শুভ সংবাদ লাভ করে। যে ব্যক্তি নবীজির শুভ আবির্ভাবের মাসের রাতসমূহে খুশি উদযাপন করবে যাতে করে যাদের অন্তরে নবীজির প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে তাদের অন্তরে যন্ত্রণা অনুভূত হয় তাহলে ঐ মিলাদ পালনকারীর প্রতি আল্লাহ স্বীয় করুণা ও অনুগ্রহ দান করবেন।

<u>খোলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টিতে ঃ</u> কুরআন হাদীসের অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, অশেষ ফজিলতপূর্ণ মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনগণও পালন করেছেন এবং অন্যদেরকে পালন করতে উৎসাহিত করেছিল। আন নে'মাতুল কুবরা আলাল আলম নামক গ্রন্থে বর্ণিত খোলাফায়ে রাশেদীনের নিঃসৃত বাণী নিম্নে পেশ করা হল ঃ ইসলামের প্রথম খলিফা, সাহাবাকুল শিরমণি হযরত আবু বকর সিদ্দিক 'রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু' বলেন, মান আনফাকা দিরহামান আলা ক্বিরআতে মাওলেদীন্নবীয়ে সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা কানা রফিকী ফিল জান্নাহ' অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আয়োজন করার জন্য কমপক্ষে এক দিরহাম ব্যয় করবে সে বেহেশতে আমার বন্ধু হবে।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'মান আয্যামা মাওলেদান নবীয়ে সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফা-কাদ আহয়াল ইসরলামা' অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করলো সে যেন ইসলামকে জিন্দা করল।

তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান গণি যুন নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু বলেন, মান মানফাকা দির হামান আলা ক্বিরায়াতে মাওলিদিন নবীয়ে সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফাকা আন্নামা শাহিদা গযওয়াতা বদরও ও হুনাইন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে কমপক্ষে এক টাকা ব্যয় করবে সে যেন বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-'মান আজজামা মাওলাদান নবীয়ে সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম ওয়া কানা সবাবান লিকেরাআতিহী ইল্লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা বি গাইরি হিসাব। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী -কে সম্মান করবে তার বিনিময়ে সে দুনিয়া হতে ঈমানী দৌলত নিয়ে যেতে পারবে এবং কোন প্রকার হিসাব নিকাশ ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করবে। (আন্ নি'মাতুল কুবরা)

উপরোল্লিখিত কুরআন-হাদীসের দলীল প্রমাণ দ্বারা এ সত্যই সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদযাপন শরিয়ত সম্মত অনুষ্ঠান। যা পালনে ইহকাল ও পরকালে অগণিত কল্যাণ লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে প্রিয় নবীর প্রেম ভালবাসা নিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

পবিত্র ঈদ এ -মিলাদুন্নবী 'র দলীল

মুহাম্মদ আবু ইউছুফ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ -

১.হে হাবীব আপনি বলুন আল্লাহর দয়া ও রহমতকে কেন্দ্র করে তারা যেন খুশি উদযাপন করে এটাই হবে তাদের অর্জিত সব কর্মফলের চেয়ে শ্রে"(সূরা ইউনুস আয়াত - ৫৮)

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ-

২. নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক মহান নূর ও স্পষ্ট কিতাবের আগমন হয়েছে। অত্র আয়াতে নূরের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রঃ) বলেন নূর দ্বারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট মিলাদকে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ-

৩. তোমরা আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তখন তোমাদের অন্তরকে একত্রিত করে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিল। অত্র আয়াতে نِعْمَتَ اللّٰهِ দ্বারা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ তায়ালার যত নেয়ামত আছে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ -

৪. যখন আল্লাহ তায়ালা নবীগণ থেকে এ অঙ্গিকার নিলেন যে, আমি তোমাদের কে কিতাব এবং হিকমত দান করব এরপর তোমাদের নিকট ঐ রাসূলের আগমণ হবে যিনি তোমাদের কিতাবসমূহকে সত্যায়িত করবেন। অবশ্যই তোমরা ঐ নবীর উপর ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তোমরা তার সহযোগীতা করবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন এ কথায় কি তোমাদের স্বীকৃতি আছে? এবং আমার পক্ষ থেকে এ জিম্মাদারী তোমরা নিয়েছ? নবীগণ সমস্বরে আরজ করলেন প্রভু আমরা ঐ নবীর প্রতি এক বাক্যে স্বীকৃতি দান করলাম। এর পর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন তোমরা একে অপরের সাক্ষী হয়ে থাক। আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী হিসাবে আছি।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١٦٤)

৫. অর্থাৎ ঃ- নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের উপর বড় দয়া করেছেন তাদের মধ্য হতে এক মহান রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে। যিনি তাদের নিকট আল্লাহর বাণী পড়েন, তাদের অন্তর পাক করেন তাদেরকে কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা দান করেন এবং পূর্বে তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ.

৬. নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের উত্তম ব্যক্তিদের মাধ্যমে (অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত আব্দুল্লাহ (রঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) হতে আমেনা (রাঃ)'র মাধ্যমে এক মহান নবীর আগমন ঘটেছে যার আদর্শ এ যে তোমরা যদি মুসিবতে পড়, তা তার জন্য দুঃখের কারণ হয়ে যায়। যিনি তোমাদের অধিক মঙ্গল কামনায় আগ্রহী এবং ঈমানদারদের প্রতি সর্বাধিক দয়ালু (সূরা তাওবা আয়াত নং - ১৬৮)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শুভাগমনের কথা এবং উত্তম বৈশিষ্টের কথা আলোচনা করেছেন।

٧. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ) কথা উল্লেখ করে বনী ইসরাইলদের নিকট তার আহবান ও ঘোষনা ছিল তা বর্ণনা করেন হযরত ঈসা (আঃ) বলেন 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে মহান এক রাসূলের সু-সংবাদ দিচ্ছি যিনি আমার পর এ পৃথিবীতে আগমন করবেন যার নাম মোবারক হবে আহমদ (অতি প্রশংসীত)

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨)

৮. ঐ রাত্রির শপথ যখন অন্ধকার ঢলে পড়ে ঐ প্রভাতের শপথ যখন সে নিঃশ্বাস নেয় তথা রৌশন হয় (সূরা তাকভীর আয়াত ১৭-১৮)

অত্র আয়াতে আল্লহ তায়ালা মিলাদুন্নবী -র রাত্রের শপথ করেছেন আর মিলাদুন্নবী -র দিনের ছুবহে সাদিকের শপথ করেছেন।

لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ.

৯. †হ মাহবুব আমি এ শহরের শপথ করছি যেহেতু এ শহরে আপনি শুভাগমন করেছেন অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মক্কা নগরীর শপথ করেছেন এবং শপথ করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানে শুভাগম করেছেন এবং অবস্থান করেছেন।

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا (١) فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا (٢) فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا (٣)

১০. ঐ সব কাতার সমূহের শপথ যারা সুশৃঙখল ভাবে কাতারে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর ঐসব দলের শপথ যারা কঠোরভাবে ধমক প্রদান করে। অতপর ঐ দলের শপথ যারা যিকরের তিলাওয়াতের মধ্যে নিয়োজিত।

অত্র আয়াতে الصفت এর ব্যাখ্যায় মফাসসীরীনদের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধত হয়েছে। কারো মতে ফিরিশতার দলকে বুঝানো হয়েছে। যারা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে কাতারবন্ধি হয়ে নিয়োজিত।

স্মর্তব্য যে, ফিরিসতারা সারিবদ্ধ ভাবে ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শুভাগমনের প্রক্কালে ফেরেস্তারা হযরত জিবরাঈল (আঃ) নেতৃত্বে জুলুস করে সারিবদ্ধ হয়ে হযরত আমেনা (রাঃ) ঘর মুবারকের আঙ্গিনায় জামায়েতের মাধ্যমে দরুদ- সালামের হাদিয়া পেশ করেছেন।

হাদীসের আলোকে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে।

١. أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ تَصُوْمُوْنَهُ) فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ أَنْجَى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوْسٰى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ) فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনা শরীফের মধ্যে শুভাগমন করেন তখন ইহুদীদেরকে আশুরা দিবসে রোজা পালন করতে দেখেন। অতপর তিনি তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা প্রত্যত্তরে বলেন এটা হচ্ছে সেই দিন যে আল্লাহ ফেরআউনকে নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছেন এবং হযরত মুসা (আঃ) কে মুক্তি দিয়েছেন। ফলে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে আমরা উক্ত দিনে রোজা পালন করে আসছি। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন আমরাতো তোমাদের চেয়ে হযরত মুসা (আঃ) এর অতি নিকটবর্তী এ বলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোজা পালন করেন এবং অন্যদেরকে রোজা পালনের জন্য নির্দেশ দিলেন।

এ হাদীস দ্বারা শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজর আসকালানী (রঃ) মিলাদুন্নবী পালন বৈধ হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো বলেন এটাই মিলাদুন্নবী উদযাপনের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ।

২.হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তলিব হতে বর্ণিত আছে যে,

وروئ ابو لهب بعد موته فى النوم فقيل له ما حالك فقال فى النار الاخفف عنى كل ليلة اثنين فانص من بين اصبعى هاتين ماء بقدر هذا واشار برأس عتاقى لثوبية عند ما بشرتنى بولادة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبارضا عهاله -

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলে আবু লাহাবের মৃত্যুর পর আমি এক বছর অতিবাহিত করেছি তখনো তাকে স্বপ্নে দেখিনি। অতপর আমি তাকে একবার স্বপ্নে খারাপ অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কালাতিপাত কিরূপ হচ্ছে উত্তরে তাকে আবু লাহাব বলল, আমি তোমাদের থেকে চলে আসার পর কখনো সুখ-শান্তি উপভোগ করিনি। তবে আমি প্রতি সোমবার রাত্রে এ আঙ্গুলি থেকে পানীয় গ্রহণ করে থাকি। এ কথা বলে সে তার সেই আঙ্গুলটির দিকে ইশারা করল, যে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে সে তার দাসী সুয়াহিবকে আযাদ করে দিয়েছিল।

৩.ইমাম তিরমিযী (রঃ) ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সম্পর্কে তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ সুনানে তিরমিযীতে মিলাদুন্নবী অধ্যায় রচনা করে বর্ণনা করেছেন,

قَيْس بْن مَخْرَمَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: ﷺوُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفِيلِ،قَالَ: وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمَرَ بْنِ لَيْثٍ: أَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: ﷺرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي المِيلَادِ

হযরত কায়েস বিন মাখবামা হতে বর্ণিত তিনি তার পিতা থেকে তার পিতা তার দাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমার জন্ম এ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্ম আবরাহার হস্তী বাহিনীর ঘটনার বছর তিনি বলেন, ওসমান বিন আফফান, কবাস বিন আশয়ামকে জিজ্ঞেস করলাম, যিনি বনি ইয়ামর বিন লাইছের ভাই হন, আপনি কি বয়সের দিক দিয়ে বড় না হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বড়? তিনি বলেন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার থেকে বড় আর আমি জন্মগত দিক দিয়ে তার পূর্বে দুনিয়ায় এসেছি এ হাদীসে মিলাদ পালনের দলীল রয়েছে তাই ইমাম তিরমিয়ী (রঃ) এ বাবে উল্লেখ করেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক মিলাদ পালন

১.হাফেজ ইবনে আন-হাইতমী (রঃ) তার বিখ্যাত গ্রন্থ আন নে'মাতুল কুবরা শরীফে বর্ণনা করেন-

قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه من افق درهما على قرائة مولد النبى صلى الله عليه وسلم كان رفيقى فى الجنة -

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী উদযাপনে একটি দিরহামও ব্যয় করবে সে আমার সাথে বেহেস্তে থাকবে।

২. قال عمر رضى الله عنه من عظم مولد النبى صلى الله عليه وسلم فقد احى الاسلام -

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রঃ) বলেন- যে ব্যক্তি ঈদ-এ-মিলদুন্নবী (দঃ) কে সম্মান করে উদযাপন করল সে যেন ইসলামকে পূর্ণজীবিত করল।

৩. হযরত ওসমান (রঃ) বলেন -

من انفق درهما على قرائة مولد النبى صلى الله عليه وسلم فكانما شهد غزوة بدر وحنين -

যে ব্যক্তি ঈদ-এ-মিলাদুন্নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনে একটি দিরহাম খরচ করবে সে যেন বদর ও হুনাইদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।

৪. হযরত আলী (রঃ) বলেন-

من عظم مولد النبى صلى الله عليه وسلم وكان سببا لقراته لا يخرج من الدنيا الا بالايمان ويدخل الجنة بغير حساب -

যে ব্যক্তি ঈদে-এ-মিলাদুন্নবী কে সম্মান করে সে যেন উহা উদ্‌যাপনের মাধ্যমে, সে পৃথিবী হতে ঈমানের সাথে প্রস্থান করবে এবং বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করবে।

HYUNDAI KIA MOTORS mazda MITSUBISHI NISSAN BMW Mercedes-Benz

KBAP K.B. AUTO PARTS

K.B. AUTO PARTS
কে. বি. অটো পার্টস

Md.Alamgir Hossain
Proprietor

All kinds of Motor Spare Parts Importer & Wholesaler

87 New Eskaton Road, Banglamotor
Home Town Auto parts (A/C) Market
Shop # 44, Dhaka, Bangladesh
Tel: +88 02 9337988

62 Shahid Tajuddin Ahamed Shawroni
(Janani Bhabon) Shop # 1
Rasulbag, Mohakhali, Dhaka-1212
Tel: +88 02 9830873

cell: 01711-276438, 01743-516389, e-mail : kbautoparts44@yahoo.com

সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে ঈমান-আক্বিদা

কাজী মাওলানা মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফী

একজন মুসলমানের জীবনে সবক্ষেত্রে ঈমান-আক্বিদাকে প্রাধান্য দিয়েই পার্থিব জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এমন কোন কর্মকান্ডে একজন মুসলমানের নিজেকে জড়ানোর সুযোগ নেই, যদ্ধারা ঈমান- আক্বিদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুসলমানের ইবাদত অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ, সদকা-খায়রাত, দান-অনুদান, সাহায্য সহযোগিতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচা-কেনা, লেন-দেন, বিচার-আচার, শিক্ষা-সংস্কৃতি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন কোন কর্মকান্ডে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে জড়ানো বা পরোক্ষ সমর্থন দানের সুযোগ নেই, যাতে ঈমান আক্বিদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, এতে করে বৈষয়িক সাময়িক লাভ হবে মনে করা হলেও পরকালীন দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হতেই হবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু, এতদবিষয়ে যাদের বেশী সজাগ ও সচেতন হওয়া প্রয়োজন, তারাই নিজের অজান্তে, অথবা অজ্ঞতাবশত, বা উদাসীনতার কারণে বা ইচ্ছেকৃত ভাবে বৈষয়িক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে উভয় জগতে চুড়ান্ত মুক্তি ও শান্তির চাবিকাঠি ঈমান-আক্বিদার বিষয়ে অনেকে শৈথিল্য প্রদর্শন করে চলেছে, এটি বড়ই দুঃখজনক, আত্মঘাতী ও জঘন্য স্বার্থবিরোধী অবস্থান।

কোরআন-সুন্নাহ এর অকাট্য দলীল প্রামাণের আলোকে, ইসলামের দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রমাণাদি ও বাস্তবতার নিরিখে সর্বোপরি বাতিল সম্প্রদায়গুলোর কোন কোন দল নিজেদের ভ্রান্তি লুকানোর অভিপ্রায়ে নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী দাবী করার ভিত্তিতে বলা যায়- ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা হলো সুন্নীমতাদর্শ। এ আদর্শের প্রকৃত অনুসারী সুন্নী মুসলমানদেরকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঈমান-আক্বিদাকে প্রাধান্য দিয়েই কাজ করতে হবে। অন্যথায় অবশ্যই নিজের পায়ে কুঠারাঘাতের মতই পরিণতি হবে। সাম্প্রতিক কালে এ বিষয়টি আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাই এ বিষয়ে সম্মানিত পাঠক সমাজের উদ্দেশে দু-চার কথা পেশ করছি।

ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলমানকে নামায-এর জরুরি মসায়েল শিখতে হবে। নামায আদায়ের ক্ষেত্রে যার পেছনে ইকতেদা করা হবে, তার আক্বিদার বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে হবে। কারণ ভ্রান্ত আক্বিদায় বিশ্বাসী ইমামের পেছনে ইকতেদা নাজায়েয ও অবৈধ। বিষয় হলো ফাসিক দু'প্রকার ১. আমলী ফাসেক ২. আক্বিদাগত ফাসিক। ফিকহ শাস্ত্রের ফয়সালা হলো-আমলী ফাসেকের পেছনে ইকতেদা মাকরূহে তাহরীমী। আর আক্বিদাগত ফাসেকের পেছনে ইকতেদা সম্পূর্ণরূপে হারাম। বিষয়টি বুঝার জন্য নিম্নে একটি হাদীস শরীফ পেশ করা হলো

عن السائب بن خلاد وهو رجل من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا ام قوما فبصق فى القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ لايصلى لكم فاراد بعد ذالك ان يصلى لهم فمنعوه فاخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت انه قال انك قد اذيت الله ورسوله -

হযরত ছায়ে ইবনে খাল্লাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রিয়নবীর-এর সাহাবা কেরামের অন্যতম। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কিছু মুসল্লির ইমামত করলেন। অতঃপর ঐ ইমাম কেবলার দিকে থুথু ফেললেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ঐ ইমাম যখন নামায শেষ করলেন তখন রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু-এর উক্তি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। অর্থাৎ তার পেছনে ইকতেদা করতে যে নিষেধ করা হয়েছে তা তাকে জানালেন। যখন ঐ ইমাম সাহেব গিয়ে বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আলোচনা করলে তিনি ইরশাদ করলেন- হ্যাঁ (আমি নিষেধ করেছি, তোমার পেছনে যেন তারা নামায না পড়ে।) হযরত ছায়েব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন আমি ধারণা করছি যে, রাসূল

www.sunnibarta.com

পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঐ ইমাম সাহেবকে বলেছেন নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। (মশিকাত শরীফ, বা'বুল মাছাজিদ, পৃ-৭১)

আলোচ্য হাদিসের মূল বিষয়ের দিকে আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে যিনি ইমামত করেছেন তিনি একজন সম্মনিত সাহাবী। মুক্তাদিগণও সকলে সম্মানিত সাহাবী। কারণ ঘটনাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সামনেই হয়েছে। নিশ্চয়ই ইমাম সাহেব অজান্তে কেবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করেছেন। এটি আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেয়ার মত জঘন্য বিষয় হিসেবে বর্ণনা করলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর যে সব সাহাবা কেরাম ঐ ইমামের পেছনে ইকতেদা করে নামায না পড়তে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করলেন স্বয়ং রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আর সাহাবা কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম পরবর্তী তার পেছনে ইকতেদা করলেন না এবং আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। যেহেতু তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী, তিনি কাল বিলম্ব না করে এ বিষয়ে জানতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলেন এবং নিষেধাজ্ঞার কারণ সম্পর্কে অবহিত হলেন। অতঃপর নিশ্চয়ই তিনি নিজেকে শোধরিয়ে নিয়েছেন।

এতে করে প্রমানিত হলো আল্লাহ-রাসূলের মহান মর্যাদার সামন্যতম আঘাত হয় বা কোন উক্তি বা কর্ম তাদের কষ্টের কারণ হয়, এমন অপরাধে দায়ী ইমামের পেছনে ইকতেদা করে নামায পড়া হারাম ও নিষিদ্ধ। এরই আলোকে বলতে চাই- আজকে যেসব আলেম নিম্ন বর্ণিত জঘন্য মানহানিকর উক্তি ও আক্বিদা- বিশ্বাস পোষণ করে তাদের পেছনেও ইকতেদা করে নামায আদায় নিঃসন্দেহে হারাম হবে।

এক. আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন, ওয়াদা খেলাফ করতে পারেন - (ভিত্তিহীন প্রশ্নবলীর মূলোৎপাটন কৃতঃ মৌং আহমদ শফি -আমির, হেফাজতে ইসলাম)।

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দেয়ালের পেছনের খবরও জানেন না। (বারাহীনে ক্বাতেয়া কৃতঃ খলীল আহমদ আম্বিটভী)।

তিন. রাসূলের যে ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান আছে, তেমন অদৃশ্য জ্ঞান, যায়েদ, আমর, ছোটশিশু, পাগল ও সকল জানোয়ারেরও আছে। (হিফযুল ঈমান কৃতঃ মৌং আশরাফ আলী থানভী)

চার. নবীগণ উম্মতের চেয়ে শ্রে'হন জ্ঞানের দিক থেকে। বাকী আমলের ক্ষেত্রে উম্মত কখনো কখনো নবীর সমান হয়ে যায় বরং নবী থেকে এগিয়ে যায়। (তাহযীরুন্নাছ কৃতঃ মৌং কাছেম নাতুতভী)

পাঁচ. নামাযে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেয়াল করা গরু গাধার খেয়ালের চেয়েও শতগুণ নিকৃষ্ট। (ছেরাতে মুস্তাকিম কৃত : মৌং ইসমাঈল দেহলভী)

ছয়. নবী পরের কল্যাণ অকল্যাণ তো দূরে, নিজের কল্যাণ-অকল্যাণর করতে অক্ষম। (লন্ডনের ভাষণ কৃতঃ মৌং আবুল আলা মওদুদী, প্রতিষ্ঠাতা জামাতে ইসলামী)

সাত. তিনি না অতিমানব, না মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত। (লন্ডনের ভাষণ)

এ ধরণের আরো অনেক জঘন্য আক্বিদা-বিশ্বাস পোষনকারী আলেমগণ আজকে বিভিন্ন মসজিদে ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আলোচ্য হাদিসের আলোকে তাদের পেছনে নামায পড়া কোন ভাবেই জায়েয ও বৈধ হতে পারে না। অজান্তে কেবলার দিকে থুথু ফেললে যদি তার পেছনে নামায নিষিদ্ধ হয়। যারা জেনে শুনে উপরিউক্ত জঘন্য আক্বিদা পোষণ করে তাদের পেছনে বৈধ হবার তো প্রশ্নই আসে না। সুন্নী মুসলমানদের প্রতি আহবান নিজেদের মসজিদগুলোকে বাতিল আক্বিদায় বিশ্বাসী ইমাম, খতিব ও মুয়াযযিন থেকে পবিত্র রাখতে সদা সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। ইমামের সুললিত কণ্ঠ, আকর্ষণীয় বক্তব্য, সুন্দর উপস্থাপনা, মুখস্থ খুৎবা পাঠ, বিনয় আচরণ ইত্যাদিতে মুগ্ধ হবার আগে মৌলিক বিষয় আক্বিদা- বিশ্বাস যাচাই করা দরকার। পবিত্র রমজান শরীফে মসজিদে হাফেজ নিয়োগের বেলায়ও একইভাবে সর্বপ্রথম আক্বিদা যাচাই করুন। তারপর পছন্দের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনুন।

পবিত্র হজ্ব পালনে কোন ধরনের আলেমের তত্ত্বাবধানে যাচ্ছেন সেটা যাচাই করুন বা কোন আক্বিদার আলেম বা ব্যক্তিকে বদলীহজ্বে পাঠাচ্ছেন সেটা ভালভাবে যাচাই বাছাই করা দরকার। অভিজ্ঞ সুন্নী আলেমদের

www.sunnibarta.com

তত্ত্বাবধানে থাকলে হজ্বের সফর বরকতপূর্ণ ও সফল হবে নিঃসন্দেহে। আপনার যাকাত যে ব্যক্তিকে বা মাদ্‌রাসায় দিচ্ছেন, ঐ ব্যক্তি ব মাদ্‌রাসা কোন আক্বিদার উপর প্রতিষ্ঠিত তা ভালভাবে খোজ-খবর নেয়া দরকার যাতে আপনার প্রদত্ত যাকাত আল্লাহ-রাসূল এর শানে অবমাননাকারী তৈরীতে যেন খরচ না হয়। যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত করাচ্ছে তাদের পেছনে যেন ব্যয় না হয়। যাকাত দানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা যে কোন হীন স্বার্থকে পরিহার করে আল্লাহ-রাসূল এর সন্তুষ্টি লাভে তাদের নির্দেশিত পন্থায় আদায় করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে বাতিলপন্থী ধনী শ্রেণী ঠিকই সচেতন। দুঃখ, সুন্নী আক্বিদায় বিশ্বাসী সরল প্রকৃতির ধনীদের নিয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাতিলদের ঈমান বিধংসী আক্বিদা - বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতা, তাদের বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও তাদের প্রতিষ্ঠানের বিশালতা ইত্যাদির কারণে সুন্নী ওলামায়ে কেরামকে ভূমিকা পালন করতে হবে সচেতনতার সাথে।

জিহাদ একটি বহুমাত্রিক শব্দ। আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে নিজেদের জান-মাল, মেধা-বুদ্ধি ব্যয় করার নাম জিহাদ। শুধু হাতিয়ার দিয়ে প্রতিপক্ষ কাফির-মুশরিককে হত্যার মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ নয়। জিহাদ কখন, কার বিরুদ্ধে, কোন অবস্থায় ইত্যাদি বিবেচনা না করে হীনস্বার্থে মুসলমানদের উত্তেজিত করে রক্তপাত-খুন খারাবির নাম জিহাদ নয় বরং জিহাদের নামে সন্ত্রাস। আজকে মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে এ ধরনের লাগামহীন জিহাদ মুসলমানদেরকেই ধ্বংস করে চলেছে। আমাদের দেশেও এই ধরনের উগ্রপন্থীদের কর্মকান্ড লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলই নেপথ্যে কাজ করছে নিঃসন্দেহে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের ঈমান- আক্বিদা, আমল-আখলাক, শিক্ষা-সংস্কৃতি দুরস্ত করার পেছনে অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টাই হবে উত্তম জিহাদ। মসজিদে, মাহফিলে, ঈদের জামাতে, জনসমাজে আত্মঘাতী বোমা হামলা কোনভাবেই ইসলামী শরীয়তের দালিলিক স্পষ্ট প্রমাণ প্রয়োজন। নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যার আলোকে নিশ্চিয় আত্মহত্যার মত বিষয় কোনভাবেই বৈধ হতে পারে না। যারা এ ধরনের কার্যক্রমকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করে তাদেরকে এর স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ ক্বোরআন-হাদীস থেকে পেশ করতে বলুন, বাধা করুন। অন্যথায় এর বিপক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসুন।

সদকা- খায়রাত, দান-অনুদান ও সাহায্য- সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ঈমান আক্বিদার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে হবে। কারণ আপনার সহযোগিতা যেন আল্লাহ-রাসূলের বিপক্ষে ব্যয় না হয়- এটাই সর্বদা বিবেচনায় রাখতে হবে। আপনি আল্লাহ-রাসূলের মেহেরবানীতে সম্পদশালী হয়েছেন বিধায় তাদের সন্তুষ্টির পথে আপনাকে ব্যয় করতে হবে। তবে যদি আপনার দান-অনুদানের ফলে অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে বা আপনি ঐধরনের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে থাকেন তাহলে ভিন্ন কথা। অন্যথায় কোন ভাবে আপনার সম্পদ দ্বারা যেন খোদাদ্রোহী-নবীবিদ্বেষী ও বাতিল সম্প্রদায় উপকৃত না হয়, সেদিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে দুটি হাদীস শরীফ পেশ করছি।

এক. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদআতীকে সম্মান বা সাহায্য করবে, সে নিঃসন্দেহে ইসলাম ধ্বংসের কাজে সাহায্য করল। (মিশকাত শরীফ)

উল্লেখ্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাইরে যত দলমত আছে, সবই হচ্ছে আসল বেদআতী।

দুই.

حدثنى المسيب بن واضح سمعت على بن بكار يقول كان ابن عون يبعث الى بالمال افرقه فى سبيل الله فيقول لا تعط قدريا -

ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবি আছিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমাকে মুছাইয়্যাব ইবনে বাক্কার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে বলতে শুনেছি যে, ইবনে আউস আমার নিকট সদকার মাল প্রেরণ করতেন, আমি ওইগুলো আল্লাহর রাস্তায় বন্টন করতাম। অতঃপর তিনি বলতেন ঃ-এ মাল থেকে কদরীকে (যারা তাকদীর অস্বীকার করে) দিওনা।

[আসসুন্নাহ্ কৃত : ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আমর অবি আছিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ওফান ২৮৭ হিজরি, পৃষ্ঠা ৪৯] উল্লেখ্য, ইসলামের ইতিহাসে তকদির (অদৃষ্টের ভাল-মন্দ) অস্বীকারকারী এক ভ্রান্ত সম্প্রদায় ছিল। তাদেরকে সদকার মাল না দেয়ার বিষয় উপরিউক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কারণ তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলো না। অনুরূপভাবে প্রথম হাদীস বেদআতীকে সম্মান ও সাহায্য করলে তা ইসলামকে ধ্বংস করার সাহায্য করা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ব্যস্ত বতা আজকে মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে দৃশ্যমান। দেশের ওহাবী খারজী মাদরাসাগুলো মুসলমানদের আর্থিক সাহায্যেই পরিচালিত। ঐ সব মাদরাসার ছাত্রদেরই শ্লোগান ছিল "আমরা হব তালেবান বাংলা হবে আফগান"। চট্টগ্রাম শহরের অনেক দেয়ালের চুন ঘষলে ঐ শিরোনামের চিকা এখনো বেরিয়ে আসবে। সাম্প্রতিক কালে তারা যা করছে তা নাস্তিক্যবাদের বিরোধীতার শ্লোগান থাকলেও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ভিন্ন। সচেতন মহলের এটা বুঝতে বাকী নেই তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অতএব, সুন্নী দানশীল ব্যক্তিদের নিকট আবেদন- ঈমান-আক্বিদাকে প্রাধান্য দিয়েই দান-সদকা করুন। উপরিউক্ত হাদীসগুলোর আলোকে এগিয়ে আসুন। বাতিলপন্থীদের অপতৎপরতা নাগালের বাইরে চলে গেলে তখন কিছুই করার থাকবে না। রাজনৈতিক স্বার্থে কোন বাতিলের প্রতি সুন্নীদের নমনীয় হবার কোন সুযোগ নেই। প্রকৃত মুসলমানের কাছে ঈমান আক্বিদাই মূলধন। রাজনীতির ঈমান আক্বিদার স্বার্থেই হতে হবে। রাজনৈতিক স্বার্থে বাতিলপন্থীদের প্রতি নমনীয়তা সুন্নীর জন্য আত্মঘাতী পদক্ষেপ।

ঈমান-আক্বিদার উপাদান সম্বলিত শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে সুন্নী মুসলমানদের কর্ম তৎপরতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যথায় একাধিক বাতিলপন্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে মোকাবিলা করা বাস্তবেই কঠিন। দেশের প্রতিটি জেলায় বাতিলপন্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যঙ এর ছাতার মত গড়ে উঠেছে। এর মোকাবিলায় সুন্নীদের প্রতিষ্ঠানিক অবস্থান নিজেদের চার-পাশে চোখ বুলিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আশুরা-শোহাদা-এ কারবালা ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, শবে বরাত, শবে কদর, দুই ঈদ, আউলিয়া কেরামের ওরস শরীফ ইত্যাদি ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার উর্বর ক্ষেত্র হতে পারে। ওরস মাহফিলগুলোকে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে না রেখে সংশ্লিষ্ট ভক্ত অনুরক্তদের ঈমান-আক্বিদা, আমলসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মোক্ষম সুযোগ হিসেবে রূপান্তর করা সময়ের দাবী। পরিপার্শ্বিক ভয়াবহ অবস্থারি নিরেখে। পরিবর্তন আনার বিকল্প নেই।

ইসলামের স্বার্থে রাজনীতি ও রাজনীতির স্বার্থে ইসলাম

মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী বিরাজমান পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হত না বলে আমরা শতভাগ নিশ্চিত। অর্থাৎ মুসলমানদের রাজনীতি হতে হবে ইসলামের স্বার্থে। কিন্তু সে বাস্তবতা আজ সর্বত্র অনুপস্থিত। এ ব্যর্থতা ইসলামী জ্ঞানে অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সংক্ষেপে বললে আজকে অধিকাংশক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে ইসলামকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেই তো সংশ্লিষ্টরা সাফল্যের মুখ দেখতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে কখনো সাফল্য আসবেই না। ইসলামী রাজনীতির কথা বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঈমান-আক্বিদার বিষয়ে চরম শৈথিল্য প্রদর্শনই ব্যর্থতার মূল কারণ। ইসলামের স্বার্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের পেছনে যাদের অপরিসীম ত্যাগ ও কুরবানী, তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কখনো সফল হওয়া সম্ভব নয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর পর বিশ্বব্যাপী ইসলাম এর প্রচার-প্রসারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান ও "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের" হক্কানী ওলামা-মশায়েখ। পরবর্তী সময়ে ইসলামের চিরশত্রুদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের ফলে এমন সব দল মতের আবির্ভাব ঘটলো, যার বাহ্যিক দিক ইসলাম মনে হলেও মূলত এসবের সাথে ইসলামের মৌলিক সম্পর্ক নেই বললেই চলে। যুগে যুগে ইসলাম বিরোধী অপশক্তি ইসলামের নামধারী দলমতগুলোকেই নেপথ্যে সহযোগিতা দিয়ে একদিকে মুসলমানদের সুদৃঢ় ইস্পাতকঠিন ঐক্যকে খান-খান করে দিয়েছে। অপরদিকে তাদেরকে দিয়ে এমন সব জঘন্য আক্বিদা-বিশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছে যাতে ইসলামের মূল ঈমানীশক্তি

দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে এদেশে যারা ইসলামের বাণী প্রচার করে আমাদের পূর্বপুরুষদের মুসলমান বানিয়েছেন, আজ তাদের অনেকের উত্তরসূরিগণ ঐ ইসলাম প্রচারকদের মাজার শরীফে বোমা ফাটাচ্ছে। সুযোগ পেলে মাজার শরীফ ভেঙ্গে দিচ্ছে। লিবিয়া, সিরিয়া ও মালিতে এমন জঘন্য বর্বরতার ঘটনা ইতোপূর্বে ঘটেছে। ভবিষ্যতে আরো বেশি ঘটবে না, তা বলার সুযোগ নেই। ঈমান আক্বিদা নষ্ট হয়ে পড়লে অবস্থা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় এতেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

এসব ভ্রান্ত দল রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে সবসময় ব্যবহৃত হয়েছে, বর্তমানের হচ্ছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর উপমহাদেশে ইসলামী রাজনীতি প্রতিষ্ঠানিক রূপ না পেলেও রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ঠিকই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এসব ভ্রান্ত দল ইসলামী রাজনীতির ধারে কাছে নেই। এমন বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হঠাৎ কারো পক্ষ নিয়ে নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামের ব্যবহার করে নজেদের স্বার্থ সিদ্ধির পথ সুগম করে। ইতোপূর্বে আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর যারাই বিভিন্ন সময় ক্ষমতায় এসেছে, তাদের কেউ ইসলামী রাজনীতির সাথে দূরবর্তী সম্পর্কও রাখেনি। কিন্তু ভ্রান্ত মতবাদী ইসলাম নামধারী রাজনৈতিক দলগুলো কোন সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, আবার কোন সময় বৈষয়িক স্বার্থে "ইসলাম চলে যাচ্ছে" বলে দেশব্যাপী ধোয়া তুলে। এটাই হলো রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহার করা। কথা হলো ঈমানদার মুসলমান জীবিত থাকলে ইসলাম কেমনে চলে যায়?

এসব বাতিলপন্থীদের মূল লক্ষ্যে ইসলামী রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা হলে প্রথমে এদেশের ওলামা মাশায়েখের ঐক্য গড়ে তোলার জোর প্রচেষ্টা চালান। সেটা না করে একই মতদর্শের মোল্লারা এ দেশে দু'ডজনের মত বিভিন্ন নামে "ইসলামী দল" সৃষ্টি করে রেখেছে। ওহাবীদের রাজনৈতিক দলগুলোই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

এসব বিষয়কে সহজভাবে না দেখে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার আহবান জানাই সুন্নী মুসলমানদের আর সামান্য সময়ও নষ্ট করার সুযোগ নেই। দেশব্যাপী নিজেদের মজবুত সাংগঠনিক অবস্থান গড়ে তুলতে না পারলে ভবিষ্যাতে অস্তিত্ব বিপন্ন হবার আশংকাই বৃদ্ধি পাবে। শেষ কথা হলো মুসলমানদের রাজনীতি হতে হবে ইসলামের স্বার্থে, রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামের দোহাই দিয়ে দীঘস্থায়ী সাফল্য কখনোই আসবে না। সুন্নী মুসলমানদের এ বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

জশনে জুলূসে ঈদ এ মিলাদুন্নবী

সংকলনে- সালাহউদ্দিন আহমদ মামুন

ঈদ অর্থ খুশি বা আনন্দ আর মিলাদ অর্থ জন্মকাল বা জন্মসময়। সাধারণভাবে জশনে জুলূসে ঈদ এ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দুত নবী করিম এর পবিত্র বিলাদাত মোবারককে উপলক্ষ করে উক্ত নেয়ামত প্রাপ্তির শুকরিয়া স্বরূপ খুশি হয়ে যে কোন বৈধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ উদযাপন করা। এই ঈদ এ মিলাদুন্নবী এর অনুষ্ঠান বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হয়ে থাকে।

আল হাভী লিল ফাতাওয়া কিতাবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ) বলেন- মিলাদুন্নবী মাহফিলের মূল কাজ মানুষের সম্মেলন তথা জুলূস, কোরআন তেলওয়াত, নবীর জন্মকালীন বিভিন্ন হাদীস ও ঘটনাবলীর বর্ণনা করা, পানাহার করানো তথা তাবাররুক পরিবেশন করা। এই সকল কর্মসূচী ও আনুষ্ঠানিকতার লক্ষ্য একটাই, আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করা।

আল হাভী লিল ফাতাওয়া কিতাবে বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) বলেন- রহমতের এই নবী আমাদের মাঝে শুভাগমন করেছেন, এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে।

মক্কা থেকে মুদ্রিত আল মাওরেদ আর রাভী কিতাবে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন- রাসূলকে প্রেরণ করা আল্লাহ্‌র উপর আবশ্যক নয়। শুধুমাত্র বান্দার উপর অনুগ্রহ ও দয়া পরবশ হয়ে এবং প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারেই তাঁকে প্রেরণ করেছেন।

আল হাভী লিল ফতওয়া কিতাবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ) বলেন- যেহেতু নবীর শুভাগমন আমাদের জন্য রহমত, সেহেতু তাঁর শুভাগমনের শুকরিয়া আদায় করা আমাদের জন্য মোস্তাহাব। পবিত্র কোরআনের ১১ পারা, সূরা ইউনুস, ৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন- "(হে হাবীব) আপনি বলুন, আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া এবং সেগুলোর উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তা তাদের সমস্ত ধনদৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।"

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও আল্লাহ্‌র দয়া বা রহমত বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। তবে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ)'র বিশ্ববিখ্যাত তাফসির আদ দুররে মানসুর, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উদ্বৃতি দিয়ে বলা হয়েছে- এখানে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বলতে ইলম আর রহমত বলতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বুঝানো হয়েছে। আবার ইবনে আসাকীর ও খতীবে বাগদাদী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় বলেন- অনুগ্রহ হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর রহমত হলো ইলম। (রুহুল মায়ানী ১১/১৪১)

এ দুটি সহ আরো কতিপয় অভিমত একত্রিত করে হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ) বলেন- আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বলতে মুহাম্মদ এবং রহমত বলতে কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কোরআনের ৫ পারা, সূরা নিসা, ১১৩ নং আয়াতে বলেন- "আর আপনার উপর আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ রয়েছে"। অথবা এর বিপরীতও হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বলতে কোরআন আর রহমত বলতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কোরআনের ১৭ পারা, সুরা আম্বিয়া, ১০৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন "আমি আপনাকে সমগ্র জগতের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"

মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করা সুন্নতে মোস্তাফা। সহীহ মুসলিম শরীফ, ২য় খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আপনি সোমবার দিন নফল রোজা রাখেন কেন? প্রতি উত্তরে প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ বা শুভাগমন করেছি এবং এই দিনেই আমার উপর প্রথম ওহী নাযিল হয়েছে।"

সাহাবায়ে কেরামগণ ও মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করেছেন। আল্লামা আবুল খাত্তাব ওমর ইবনে দাহইয়া (রহঃ) প্রণীত আত তানভীর ফী মাওলিদিল বাশিরীন নাজীর (৬০৪ হিজরী) কিতাবে উল্লেখ আছে- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন অনেক লোকজন নিয়ে নিজ গৃহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বেলাদত আলোচনা করছিলেন এবং আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ পাঠরত ছিলেন। এমন সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন- "তোমাদের জন্য আমার শাফায়েত ওয়াজিব হয়ে গেল।"

বিশিষ্ট তাবে'ঈ হযরত হাসান বসরী (রাঃ) ঈদ এ মিলাদুন্নবী প্রসঙ্গে বলেন-আমার মন চায়, যদি আমার কাছে উহুদ পাহাড় পরিমান স্বর্ণ থাকত, তাহলে আমি সবগুলো মিলাদুন্নবী পালনে খরচ করতাম।

হযরত জুনায়াদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন- যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী মাহফিলে উপস্থিত হয় এবং তার যথাযথ সম্মান করে তাহলে তার ঈমান সফল হয়েছে।

ইমাম শাফে'ঈ (রহঃ) বলেন- মিলাদুন্নবী উপলক্ষে কেউ যদি মানুষকে একত্রিত করে পৃথকভাবে বসার ব্যবস্থা করে, ইবাদত বন্দেগীর আয়োজন করে এবং তাদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে, তাহলে আল্লাহতা'লা তাকে ক্বিয়ামতের দিন সিদ্দীক্বীন, শোহাদা এবং আউলিয়া কোরামের সাথেই ওঠাবেন, তাদের মিলন কেন্দ্র হবে জান্নাতুন নাঈম'র মধ্যে।

সুতরাং বুঝা গেল যে, ঈদ এ মিলাদুন্নবী কেবল এ যুগেই পালিত হচ্ছে না বরং যুগ যুগ ধরে মুসলিম মিল্লাতে এটা উদযাপিত হয়ে আসছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে এ দিবসটি অনেক ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। আনন্দের ব্যাপার হলো, আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরাও পিছিয়ে নেই এক্ষেত্রে। সরকারী/বেসরকারীভাবে প্রতি বছর পালিত হয় এ পবিত্র ঈদ এ মিলাদুন্নবী জশনে জুলূস বা আনন্দ মিছিল, কোরআন তেলাওয়াত, ওয়াজ আর মিলাদ মাহফিলে মুখরিত হয়ে উঠে দেশের প্রধান প্রধান শহরের রাজপথ আর অলিগলি। বাংলার জমিনে যিনি এই জশনে জুলূসের প্রাতিষ্ঠানিক গোড়াপত্তন করেছিলেন, তিনি হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশধর, কাদেরিয়া ত্বরিকতের মহান দিকপাল, রাহনুমায়ে শরিয়ত ও ত্বরিকত, মুর্শিদে বরহক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহঃ)। তাঁরই দেখানো পথে বিভিন্ন দরবার, খানকা আর ধর্মীয় সংগঠন/সংস্থা নিজ উদ্যোগে ঈদ এ মিলাদুন্নবী এর জশনে জুলূস বা আনন্দ মিছিলের আয়োজন করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জশনে জুলূসের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য সাহেবজাদা গাউসে জামান, মুর্শিদে বরহক, আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মাঃ জিঃ আঃ)। প্রিয় নবীর শুভাগমন দিবসের আনন্দ মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেই নবীর বংশধর এ যেন সোনায় সোহাগা। কত লক্ষ নবী প্রেমিক এই জুলূসে অংশগ্রহণ করেন তার পরিসংখ্যান কেউ দিতে পারবে না।

অতএব ঈদ এ মিলাদুন্নবী উদযাপনের সাথে জড়িয়ে আছে মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য। এদিন বিশ্ব মুসলিমের জন্য নতুন করে আত্মিক পরিশুদ্ধির দিন, একাত্মতার শপথ নেবার দিন, আল্লাহ্র রজ্জু মজবুত করে ধরার দিন, সর্বোপরি রাসূল প্রেমে অবগাহন করে সাচ্চা মু'মিন মুসলমানে পরিণত হওয়ার দৃপ্ত শপথ নেওয়ার দিন এবং রাসূল এর কাছে নিজেকে সমর্পন করার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের দিন।

দার্শনিক আল্লামা ইকবাল এর ভাষায়

ব-মুস্তফা ব-রসা খেশ রা কে হামাঁ দ্বীন উস্ত
আগর বা উ না রসিদি তামাম বু-লাহাবী আস্ত

-তুমি মোস্তফার চরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দাও।
যদি তা না পার তবে তুমি আর আবূ লাহাবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

সর্বশ্রেষ্ট নেয়ামত নুরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা
সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা।

অসংখ্য অগনিত শুকরিয়া আদায় করছি মহা-মহীয়ান মেহেরবাণ রব তায়ালার মহা প্রজ্ঞাময় আলীশান দরবারে। আমাদের মাঝে সমাগত আজ মহাখুশীর মাস মাহে রবিউল আউয়াল তথা পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এ মাসের বার তারিখ সোমবার সুবহে সাদিকের সময় মা আমেনার কোল আলোকিত করে ধরার বুকে শুভাগমণ করলেন সারা জাহানের রহমত, সমগ্র সৃষ্টিজগতের মূল, নুরে মোজ্জাছাম, সারওয়ারে কায়েনাত, রাহমাতুল্লীল আলামীন সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জলে-স্থলে সর্বত্র বয়ে গেল খুশীর হিল্লোল। গগনে-পবণে উঠলো জেগে প্রানের স্পন্দন। হাজার বছরের জলন্ত অগ্নিকুন্ড দফ করে নিবাপিত হয়ে সমস্ত অন্ধকার হয় দূরীভূত কুফর-শিরকের পঙ্কিলতায় আবদ্ধ আরবের শীলাসম হৃদয়গুলো ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আলোকিত হয় সত্য ও সুন্দরের রঙে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্বময় উড্ডীণ আজ লা-শরীকের পতাকা।

পবিত্র কালামে পাকে মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন ফরমান, হে হাবীব, আমি আপনাকে সমগ্র জাহানের জন্য রহমত স্বরুপ প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া-১০৭) মহান আল্লাহপাক আরো ঘোষনা করেছেন, "হে হাবীব!আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহর নিয়ামত ও রহমত প্রাপ্তিতে আনন্দোৎসব কর, তোমাদের পুনজীভূত সম্পদ অপেক্ষা এটি কত উত্তম। (সূরা ইউনুস-৫৮) প্রিয় নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ধরায় আগমণের মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছে সভ্যতা ও উন্নয়নের জয়যাত্রা। আজকের এই উন্নয়ন সমৃদ্ধ পৃথিবী ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে পূণতা লাভ করেছে শুধুমাত্র আমাদের প্রিয় নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ধরায় শুভাগমণের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃপায় ধরার বুকে আমরা প্রিয় নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত হতে পেরেছি। নিশ্চয় এ আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যে, রবের দেয়া এই মহা নেয়ামত প্রাপ্তি থেকে আমরা ক্রমেই যেন বঞ্চিত হয়ে পড়ছি। সত্য ও সুন্দরের রঙ থেকে দুরে সরে গিয়ে কেবলই অসুন্দরের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আমরা যেমন ভুলে যাচ্ছি আমাদের পূর্বসূরীদের গৌরবোজ্জ্বল কমগাথাঁ, ঠিক তেমনি বিস্মত হয়ে যাচ্ছি সভ্যতার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করা মুসলিম শাসকদের অদূরদর্শিতা, অদক্ষতা ও অসুন্দরকে আলিঙ্গন করে নিজেদের আমোদ- প্রমোদে মত্ত হয়ে পিছিয়ে পড়ার কাহিনী। রাসুল প্রেমিকদের পূন্যপদরেণু ধন্য আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলার জমিনে ও আজ অসুন্দরের ছাপ সুস্পষ্ট। বিজাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিবস উদযাপনের বেলায় আমরা দেখতে পাই অনেক মুসলমানদের অগ্রগামিতা। অথচ জগত সৃষ্টির মূল আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমণ উপলক্ষে খুশী প্রকাশ করতে অনেকেই নারাজ। (কার উসীলায় শিরনী খাও, মোল্লা চিনলায়না। অনেকটা এইরকম।) আমরা জানি যে, নুরনবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমণ উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীর প্রাণীকূলের মধ্যে এক অপূব আনন্দের ঢেউ সৃষ্টি হয়েছিল। শুধো খুশী হয়নি অভিশপ্ত শয়তান। সে জবলে আবু কুবাইছ পাহাড়ে গিয়ে কেঁদে কেঁদে মাথার চুল ছিঁড়েছিল। আজো যারা প্রিয় নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমণ উপলক্ষে খুশী প্রকাশ করতে নারাজ, তাদের ভেবে দেখা উচিত তারা কাকে অনুসরণ করছেন! ওহে রাসুল প্রেমিক মুসলমান, আসুন আমরা সৃষ্টিকূলের সবশ্রেষ্ট নেয়ামত হুজুর পূর নুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমণ উপলক্ষে মাহে রবিউল আউয়াল মাসে আনন্দ

মিছিল করি, দুরুদ ও সালাম পেশ করে মিলাদুন্নবী মাহফিল করি। প্রাণের উচ্ছাসে সমস্বরে গেয়ে যাই-

রবিউল আউয়াল বার তারিখ ঘুরে এসেছে
আশেক ওরে আয়রে তোরা নবীর জুলুছে।।
বলো মারহাবা মারহাবা ইয়া রাসুলাল্লাহ
এলেন মোদের নুরের নবী জগত উজালা
এলেন মোদের প্রাণের নবী তরানেওয়ালা
সেই খুশীতে বিশ্ববাসী সবাই মেতেছে
আশেকগণের মনে খুশীর জোয়ার এসেছে।।
বিশ্বজগত ছিল যখন ঘোর আঁধারে
আলোক পেল নিখিল জাহান নবীজির নুরে
আকাশ-বাতাস, সাগর-নদী বয়ে চলেছে
রাহমাতুল্লীল আলামীন ধরায় এসেছে।।
পড়ব দুরুদ করব জুলুছ গাইব নবীর শান
যেমন করে ফেরেশতারা ছেড়ে সাত আসমান
জুলুছ করে ধরার বুকে নেমে এসেছে
সেই খুশীতে চাঁদ-সিতারা সবাই হেসেছে
খোদার হাবীব প্রিয় নবী তাশরীফ এনেছে।।

ইয়া সাইয়্যেদল মুরসালীন, রাহমাতুল্লীল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!আমরা আপনার নগন্য পাপী উম্মত। দয়া করে আপনার কৃপাদৃষ্টি দান করে আমাদেরে ধন্য করুন। ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নয়ন পায়নি পূর্ণতা, সচক্ষে দেখিনি মোবারক চেহরায়ে আনওয়ার। এমনকি দেখিনি আজো পাক কদমের ধুলি ধন্য খাকে শেফার অধিকারি প্রিয় মদিনার ধুলিকণা ও। ইয়া মাহবুবে খোদা সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দয়া করে আমার মত গুনাহগারদের অন্তরসমূহকে প্রসারিত করে দেন শুধুমাত্র আপনার প্রেমে। আপনার প্রেমে নিমজ্জিত হওয়া, সে তো মহান রবেরই আনুগত্য করা। হে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন, আশ্রয় দাও মোদেরে তোমার প্রিয় মাহবুব সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রহমতের ছায়ায় ধাবিত কর মোদেরে সেই সে পথে, যে পথে রয়েছে তোমার এবং তোমার প্রিয় হাবীব সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি। সেই সে পথে মোদেরে রেখ অটুট অবিচল। আমিন।

শোক সংবাদ

অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন আল ক্বাদেরী আর নেই

এখন আমরা শোকাহত, মর্মাহত, আমরা হারিয়েছি সুন্নী জনতার একজন অভিভাবকে। এখন থেকে স্মৃতি হয়ে থাকবে আমাদের কাছে এই মহান ব্যক্তি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল (রহঃ) বলেছিলেন- মানুষ কেমন তা মরার পরে জানাযার মাধ্যমে প্রকাশ হয়। আমরা ঠিক তার প্রতিফলন দেখতে ফেলাম হুজুর আল্লামা অধ্যক্ষ জালাল উদ্দিন আল কাদেরী (রহঃ) এর ক্ষেত্রে। একজন নবী প্রেমিক ব্যক্তি দুনিয়াতে কত সম্মান পায় তা হুজুরের জীবনটাকে গবেষণা করলে বুঝতে পারি।

প্রসঙ্গ ঃ না'রায়ে রিসালাত এয়া রাসূলাল্লাহ

- মাওলানা আব্দুল মান্নান

'নেদা' মানে আহবান করা। সুতরাং 'নেদা-ই এয়া রসূলাল্লাহ (হে আল্লাহর রসূল) বলে শ্রদ্ধাভরে ডাকা, আহবান করা, শ্লোগান দেওয়া, ফরিয়াদ করা ইত্যাদি। 'এয়া রসূলাল্লাহ'র মত শব্দসমষ্টি দ্বারা রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহবান ইত্যাদি করার বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করার কোন অবকাশ আছে কিনা? এ প্রশ্নে সপ্রমাণ দেওয়াই এ লেখার অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য।

এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও চূড়ান্ত জবাব হচ্ছে- 'আলোচ্য আহবানটি অত্যন্ত প্রিয় ও পূণ্যময়। ' ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় এ কথাটি নিরেট সত্য বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এবার এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক।

'এয়া রসূলাল্লাহ' বাক্যটিতে রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে এ আহবানকারীর নিবিড় সম্পর্কটি সর্বাগ্রে ফুটে উঠে। তাই সর্বাগ্রে 'এয়া রসূলাল্লাহ' বলে আহবানকারী' একজন মু'মিনের সাথে প্রিয় নবীর সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়।

ইসলামের পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র ও আপাদমস্তক গুণাবলীমন্ডিত সত্ত্বার সাতে মু'মিনের অকৃত্রিম ভালবাসা ও সম্পর্কটি হচ্ছে রূহানী; অন্য ভাষায়, আত্মার সম্পার্ক। পৃথিবীতে এর কোন নজির উপমা থাকতে পারে না। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানগণ এই 'ভালবাসা ও সম্পর্ক'র কারণে অনন্য ও অতুলনীয়। কারণ, দুনিয়ার অন্য কোন জাতি আপন রাহনুমা বা পথ প্রদর্শকের ওই ইশক্ব ও ভালবাসা বুকে ধারণ করে না, যা মু'মিন মুসলমানগণ হৃদয়ে আপন পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি ধারণ করে থাকেন।

এটা এক বাস্তব সত্য যে সমস্ত মুসলমান মনে প্রাণে তাদের নবীর জন্য উৎসর্গ, রূপকার্থে নয়, প্রকৃত অর্থেই তার কলেমা পড়েন, তাকে আপন রূহানী কষ্ট ও অস্থিরতা প্রশমনের জন্য ফলপ্রসূ ও প্রাণ সঞ্চারক প্রতিষেধক বলে বিশ্বাস করেন, এমনকি শারীরিক ব্যাথা-বেদনা পূর্ণ আরোগ্য লাভের উপায়ও মনে করে থাকেন। একাকীত্বে হোন, কিংবা লোক সমক্ষে, এমনকি বিশাল জনসভায় হোন আনন্দে থাকুন কিংবা দুঃখ- দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকুন, পূণ্যময় নামের না'রা- শ্লোগান দেন, মনে কল্পনায় তাকে নিকটে পান, আর তাকে আহবান করেন, তার দরবারে সাহায্য চান, ফরিয়াদ জানান, আর স্মরণ করেন আল্লাহর রহমতের এ মহান আধারকে। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থাই চলে আসছে দীর্ঘ চৌদ্দ শতাধিক বছর ধরে। এ দীর্ঘ সময়ের পুরু পর্দা, হাজার মাইলের দূরত্ব, পাহাড়-বৃক্ষ, সাত সমুদ্র তের নদী ও বিশাল স্থলভাগ, ওফাত ও জীবদ্দশা আর সাক্ষাৎ ও অনুপস্থিতির হেজাব এ ক্ষেত্রে কিছুই নয়; বরং ম্লান ও তুচ্ছ। ফার্সি ভাষায় প্রবাদবাক্য "বু'দে মানযিল না বূদ দও সফরে রূহানী" (আত্মিক ভ্রমণে গন্তব্যের কোন দূরত্বই নেই) এর এ বাস্তবতাকে এখানে স্বীকার না কারার উপায় নেই। আরেক ফার্সি কবি বলেছেন -

আয় গায়ব আয নযর, কেহ্ শুদী হামনশীনে দিল মী বিনীমত আয়াঁ ওয়া দু'আ মী ফারিশ্‌তম।

অর্থাৎ- ওহে আমার দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থানকারী, অথচ হৃদয়াসনে আসীন প্রেমাস্পদ;আমিতো তোমাকে প্রকাশ্যভাবেই দেখতে পাচ্ছি, আর দু'আর প্রেরণ করছি। কিন্তু আশ্চর্যের হলেও সত্য যে, কেউ কেউ এ আহবান, সম্বেধান, সাহায্য-প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করতে ভীষণ ভয় পায়। তারা এটাকে ইসলামী শিক্ষার একেবারে পরিপন্থী, বরং শির্ক ও কুফর পর্যন্ত বলে ফেলে। বস্তুতঃ এ ভুল ধারণার মূল কারণ সম্বোধন-আহবানের ক্ষেত্রে তাদের বরং সাধারণ ধারণা হচ্ছে যিনি বা যারা সামনে থাকবেন আমরা শুধু তাকে বা তাদেরকেই ডাকবো, আহবান করবো। আর যাকে নিজের চোখে দেখতে পাই তাকেই সম্বোধন করবো। অথচ, এ কথাটা না বিবেক- বুদ্ধি ও যুক্তির নিরিখে সঠিক, না কোন উদ্ধৃতিগত প্রমাণের ভিত্তিতে শুদ্ধ।

www.sunnibarta.com

তাহলে দেখুন, নেদা- আহবান ও সম্বোধনের মূলনীতিগুলো কি কি?

বাস্তবিক পক্ষে, যে ব্যক্তির মধ্যে এ ভরসা বা আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে, সে যাকে সম্বোধন করছে সে তার সম্বোধন ও ডাক শুনতে পাচ্ছে, কিংবা তা সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে, সে নির্দ্বিধায় তাকে নিকট কিংবা দূর-দূরান্তর, উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে আহবান সম্বোধন করবেই।

১.হয়তো এ কারণে যে, তার কণ্ঠে এত শক্তি আছে যে, সে তার আওয়াজকে দূর দূরান্তে পৌছাতে পারবে।

২. নতুন এ কারণে যে, শ্রোতার মধ্যে এমন শক্তি আছে যে, সে দূর-দূরান্তরের আওয়াজও শুনতে পায়।

৩. অথবা এ কারণে যে, তার পয়গাম কেউ নিয়ে গিয়ে সম্বোধিত ব্যক্তির নিকট পৌছিয়ে দেবে।

উপরিউক্ত তিন প্রকারের উদাহরণ এ জড় জগৎ ও রূহানী বা আত্মিক জগতে উভয়ের মধ্যে প্রচুর পাওয়া যাবে। এমনকি, মানুষ প্রতিদিন, প্রতি নিয়ত আপনা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সাক্ষাৎকারীদেরকে শত-সহস্র চিঠি গোটা বিশ্বে অগণিত স্থানে প্রেরণ করছে। আর ঠিক ওই ভাবেই সম্বোধন করছে যেমন সামনাসামনি বসে কথাবার্তা বলেছে। তাও এ ভরসায় যে, ডাক বিভাগ তার সম্বোধিত ব্যক্তির নিকট পৌছিয়ে দেবে। এমনি সম্বোধন শুধু সাধারণ লোকেরা করছে তা নয়, খোদ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ (রদ্বিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে মর্যাদায় দ্বিতীয়, ইসলামেরও দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদিন হযরত ওমর ফারূক্বে আযম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু করেছেন। তাঁর শাসনামলে একদা হেজাযে মুক্বাদ্দাসে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন তিনি মিশরে নিয়োজিত তার গভর্ণর হযরত আমর ইবনুল আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে এই বলে চিঠি লিখেছেন যে, "হামদ ও সালামের পর হে আমর! যখন তুমি ও তোমার সাথীরা সাচ্ছন্দ্যে রয়েছে, তখন তোমার এ ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই যে, আমি ও আমার সাথে যারা এতদঞ্চলে আছেন, তারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন। তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য করতে এসো, অতি সত্ত্বর সাহায্য নিয়ে হাজির হও।"

উদ্ভত ঃ এ জড় জগতে এটা হচ্ছে উপরিউক্ত তৃতীয় মূলনীতি ও অবস্থার দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত ঃ এ জড় জগতে সাধারণ ঃ মানুষের কণ্ঠস্বর এত দুর্বল যে, তা সরাসরি এক বা দু ক্রোশ পর্যন্ত ও পৌছানো যায় না। কিন্তু যখন ওই কণ্ঠস্বর 'রেডিও স্টেশন' বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় এর সাহায্যে সেটার বিশেষ প্রবাহে পরিবর্তিত করে দেয়, তখন ওইগুলোর মধ্যে এমন ক্ষমতা এসে যায় যে, তা দূর দিগন্তে প্রদক্ষিণ করে বেড়ায়। আর তা শূণ্য থেকে গ্রহণ করে আমাদের কানে পৌছায় একেকটি বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন রেডিও সেট। বর্তমানে টেলিভিশন ও ইন্টারনেট তো বক্তার ছবি ও শব্দকে পর্যন্ত শত সহস্র মাইল দূরের শ্রোতার সামনে উপস্থাপনে সক্ষম।

এমনই ব্যবস্থাপনার পর একজন লোক দুনিয়ার শেষ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মানুষকে সম্বোধন করেছে। বরং সমস্ত মানুষকে আহবান করছে। তাদেরকে নিজের পয়গাম শুনাচ্ছে। আর ওই শ্রোতাও যেন তার একেবারে সামনে বসে তার একেকটা বাক্য শুনাচ্ছে। এ উদাহরণকে যদি রেডিও-টিভি স্টেশনের দিক থেকে দেখা হয়, তবে তা উপরিউক্ত প্রথম মূলনীতির উদারণ হল। কারণ, যে ব্যক্তি এ স্টেশনের মাধ্যমে নিজের আওয়াজকে এতই শক্তিশালী করে নেবে যে, তা গোটা বিশ্বে, বহুদূরে পৌছাতে পারবে, সে সেখানে বসে গোটা বিশ্বের, দূর-দিগন্তের মানুষকে সম্বোধন করবেই। আর যদি রেডিও টিভি সেট ইত্যাদির দিক থেকে দেখা হয়, তবে তা দ্বিতীয় মূলনীতির উদাহরণ হয়। কারণ, এ পদ্ধতিতে শ্রোতা ওই সেটের মাধ্যমে নিজের শ্রবণশক্তিকে জোরদার করে নিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় তো না বক্তা এ জন্য আশ্চর্যবোধ করে যে, সে আওয়াজকে বহুদূরে, বরং বিশ্বের সবপ্রান্তে পৌছাচ্ছে! না শ্রোতা এ ভেবে আশ্চর্যবোধ করছে যে, সে ঘরে বসে গোটা বিশ্বের খবর শুনতে পাচ্ছে।

এখন, রূহানী জগতের দু'একটা উদাহরণও দেখে নিই।

প্রথমত ঃ রূহানী জগতে প্রথম মূলনীতির উদাহরণ স্বরূপ হযরত ফারূক্বে আ'যমের ওই ঘটনাই প্রণিধানযোগ্য, যাতে তিনি মসজিদে নবভী শরীফে মিম্বর থেকে শত

শত মাইল দূরে যুদ্ধরত হযরত সারিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নেহাওয়ান্দের ময়দানে সম্বোধন করেছেন, যা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বায়হাক্বী আবু ও ইমাম নু'আয়মের 'দালাইলুন্ নুবুয়্যাত' এর বরাতে ইমাম আল্কাঈর 'শরহে সুন্নাহ' হযরত ইবনুল আরবীর 'কারামাতুল আউলিয়া' এবং হযরত আবুদল্লাহ ইবনে ওমরের সূত্রে ইমাম মালিক ও খতীবের বরাতে উল্লেখ করেছেন।

হযরত ওমর ফারুক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটা যুদ্ধে হযরত সারিয়াকে সেনাপতি নিয়োগ করেন। এদিকে একদা হযরত ওমর ফারুক্ব খোৎবা দিচ্ছেলেন। এর এক পর্যায়ে তিনি উচ্চস্বরে ডেকে বলতে লাগলেন, 'পাহাড়' এভাবে তিনবার আহবান করলেন (অর্থাৎ পাহাড়কে পেছনে রেখে যুদ্ধ কর) কিছুদিন পর হযরত সারিয়ার পক্ষ থেকে দূত আসলেন, আর তিনি বর্ণনা করলেন, আমরা বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমরা তিনবার একটা ডাক শুনেছি। তাতে বলা হয়েছে 'হে সারিয়া! পাহাড়' তখন আমরা পাহাড়কে পেছনে রেখে যুদ্ধ আরম্ভ করলাম। ফলে, আল্লাহ তায়ালা শত্রুদেরকে পরাজিত করলেন। এ ঘটনা শুনে লোকেরা বললেন, এ কারণেই আপনি ওই দিন সারিয়াকে ডেকে ডেকে বলছিলেন। বস্তুতঃ ওই পাহাড়তো বহু দূরে অনারবীয় অঞ্চলে ছিল। আল্লামা ইবনে হাজার তার কিতাব 'ইসাবাহ'র এ হাদীসের সনদকে 'হাসান' বলেছেন। [তারীখুল খোলাফা, ৮৫ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয়তঃ উল্লিখিত রূহানী জগতের দ্বিতীয় মূলনীতির উদাহরণ হচ্ছে ওই বর্ণনা যা, ইমাম আবুল হাসান নূর উদ্দীন আলী ইবনে ইয়ুসুফ আপন কিতাব 'বাহজাতুল আসরার'-এ নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ঘটনা নিম্নরূপ-

দু'জন বুযুর্গ- হযরত আবু ওমর ওসমান ও আবূ মুহাম্মদ আব্দুল হক্ব হারীমী ৫৫৯ হিজরিতে বাগদাদে বর্ণনা করেন, 'আমরা দু'জন গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মাদরাসায় হাজির ছিলাম। তখন ৫৫৫ হিজরির ৩ সফর রবিবার ছিল। ওই তারিখে এ ঘটনাটি সংঘটিত হল। আরবের বাইরে দূরের এক এলাকায় কোন জঙ্গলের ভিতর এ কাফেলার উপর ডাকাতদল হামলা করে তাদের মাল-সামগ্রী লুণ্ঠন করে নিলো। তখন কাফেলার লোকেরা পরস্পর পরামর্শ করে হুজুর গাউসে পাককে স্মরণ করে আহবান করলো এবং মাল-সামগ্রী নিরাপদে ফিরিয়ে পাবার জন্য কিছু মান্নাতও করলো।

এ দিকে, ইত্যবসরে, হুজূর গাউসে পাক তাদের আহবান ও ফরিয়াদ শুনে নিলেন। আর আপন খড়মযুগল ডাকাতদের প্রতিহত করার জন্য শূন্যে নিক্ষেপ করলেন তদসঙ্গে ভয়ানক আওয়াজে না'রা দিলেন, যার শব্দ ওই জঙ্গলে শোনা গেল। খড়মযুগল সেখানে পৌছে ডাকাতদের দু'সরদারকে হত্যা করলো। ডাকাতদলের অন্যান্য সদস্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে লুণ্ঠিত মাল-সামগ্রী ফেরত দিল।

সুতরাং, এ ঐতিহাসিক ঘটনায় দু'সূরত বা মূলনীতির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। হুজূর গাউসে পাক ওই মাযমূমের আহবান এত দূর থেকে শুনতে পেয়েছেন। আর নিজের আওয়াজকেও এত দূরে জঙ্গলে পৌছে দিয়েছেন।

তৃতীয়ত ঃ বাকি রইল রূহানী জগতের তৃতীয় মূলনীতির উদাহরণ। অর্থাৎ রূহানী জগতে কোন মাধ্যমে আহবান পৌছানোর দৃষ্টান্ত কি? এটাতো ওই জগতে এতই ব্যাপক যে, তা শুধু মুসলমানদের নিকট পৌছানো হয়না, বরং ওই জগতে কাফিরদের নিকটও আহবান পৌছানোর ব্যবস্থা বা মাধ্যম রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বহু বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে।

মিশকাত শরীফে ১৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে ঃ কাফির মৃত্যুমুখে পতিত হবার পর যখন তার আত্মীয়গণ তাকে 'ওয়া- জবলাহ! ওয়া সাইয়্যেদাহ' (হে পর্বত, ওহে নেতা) বলে সম্বোধন করে কান্নাকাটি (বিলাপ) করে, তখন আল্লাহ পাক দু'জন ফেরেশতা নিয়োগ করেন। তারা তাকে (ওই মৃতকে) সজোরে ঘুষি মেরে মেরে বলেন, তুমি কি তেমনি পাহাড় ও সরদার ছিলে যেমনি উপরে তোমার জন্য বিলাপকারী আত্মীয়রা বলছে)?

মোট কথা, জড়জগৎ হোক, কিংবা রূহানী (আত্মীক) জগৎ হোক, সর্বত্র অবগতি এবং আহবান ও সম্বোধনের এ তিনটি ধরন আল্লাহর কুদরতে বলবৎ রয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার কোন জো নেই। হঠকারিতা ছাড়া

অন্য কোন পন্থাই নেই এ সত্যকে অস্বীকার করার। বাকি রইল এ কথা সুস্পষ্ট করার বিষয় যে, বিশেষ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র অবগতির ক্ষেত্রে এ তিনটি মূলনীতি কার্যকর। হবেও না কেন? আলহামদু লিল্লাহ! হ্যা, অবশ্যই কার্যকর। হবেও না কেন? যেখানে ফারূক্বে আ'যম ও হুজুর গাউসে পাকের অবগতির ক্ষেত্রে রূহানী মাধ্যমগুলো এতই শক্তিশালী, সেখানে নবীকূল সর্দার রসুলকুল শিরমণির অবগতির ধরণগুলো কত বেশি শক্তিশালী হবে- তাতো সহজে অনুমেয়। কারণ, ফারূক্ব ই-আ'যম'র সাহাবিয়্যাত ও ফারূক্বিয়্যত এবং হুজুর শায়খ আবদুল ক্বাদির জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার গাউসিয়ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কৃপাদৃষ্টির ফসল। এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস শরীফ রয়েছে। এই গুলো প্রসিদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্যও। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীস শরীফঃ-

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সবার সালামের জবাব দেন : ক্বাজী আয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার প্রসিদ্ধ কিতাব "শেফা শরীফ' - এ উল্লেখ করেছেন-

হযরত আবূ হুরায়রাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে কেউই আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করুক, আল্লাহ আমার রূহ আমাকে ফিরিয়ে দিন, এমনকি আমি তার সালামের জবাব দেই। উল্লেখ্য, নবী পাক আল্লাহর ধ্যানে এতই বিভোর থাকেন যে, অন্যদিকে তখন কোন খেয়ালই থাকেনা। তখন সালাম প্রেরণকারীর দিকে আল্লাহ পাক মনোনিবেশ করান। রূহ ফেরত দেয়ার অর্থ এটাই। অন্যথায়, নবী পাকতো হায়াতুন্নবী, ওফাত শরীফের পরও রওজায়ে পাকে আপন হায়াত শরীফেই আছেন। হযরত হাসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, হুজুর এরশাদ ফরমান; তোমরা যেখানে থাকোনা কেন, সেখান থেকে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ কর। কারণ, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পর্যন্ত পৌছে যায়।

এ দু'টি বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, হুজুর প্রত্যেক সালাত ও সালাত প্রেরণকারীর সালাত-সালামের জবাব দেন; চাই সে সালাত-সালাম নিকট থেকে পাঠ করুক অথবা দূর থেকে। উচ্চসরে সালাম করুক, কিংবা নিম্নস্বরে; দরূদ ও সালাম পবিত্র দরবারে পৌছে এমনও হতে পারে যে; হুজুর নিজে শোনেন। এটাও হতে পারে যে, ফেরেশতাগণ পৌছিয়ে দেন।

হুজুরের মহান দরবারে দরূদ-সালাম পৌছানো হয় ঃ

হযরত ইবনে মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর কিছু সংখ্যক ফেরেশতা বিশ্বে ঘুরে বেড়ায়। আর আমার উম্মতের সালাম আমার দরবার পর্যন্ত পৌছায়। হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন ; উম্মতে মুহাম্মদিয়াহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মধ্যে যে কোন ব্যক্তি হুজুরের উপর সালাম প্রেরণ করুক, তখন তা তার পবিত্র দরবারে পৌছানো হয়।

ইমাম যুহরী হুজুরের মহাবাণী এভাবে উদ্ধৃত করেছেন- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাচ্ছেন, উজ্জ্বল দিনগুলো ও আলোকিত রাতগুলোতে আমার উপর দরূদ প্রেরণ করতে থাকো; তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌছানো হয়। বস্তুতঃ মাটি পয়গাম্বরগণের শরীর অবিকৃত রেখে দেয়। আর যে কোন মুসলমান আমাকে সালাম করুক, ফেরেশতাগণ সেটা আমার মহান দরবারে পৌছায়। আর তার নাম নিয়ে বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অমুক গোলাম আপনার মহান দরবারে এটা আরজ করেছে।

এ পবিত্র হাদীসগুলোতে আমাদেরকে এই প্রাণ সঞ্চারক সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, ফেরেশতাদের একটা পূর্ণ দল ও খিদমতে নিয়োজিত ও আদিষ্ট যে, গোটা বিশ্বের গোলামদের সালাম ওই মহান দরবারে প্রেরণকারীর নাম নিয়ে পেশ করেন।

এ কেমন সৌভাগ্য! আমাদের মত নগণ্যদের যিক্র, সালাত ও সালাম মহামহিম আল্লাহ তার মহান হাবীবের মহান দরবাওে নাম নিয়ে পেশ করার ব্যবস্থা করেছেন।

নিকটস্থদের সালাম হুজুর নিজেই শোনেন ঃ

আবু বকর ইবনে শায়রাহ হযরত আবু হুরায়রাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, সরকার-ই দো'আলম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান :

www.sunnibarta.com

"যে ব্যক্তি আমার রওজা শরীফের নিকট আমাকে সালাম করে তার দূর-দূরান্ত থেকে সালাম করে তার সালাম পৌছানো হয়।"

হযরত সুলায়মান ইবনে সুহায়ম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। আর আরজ করলাম ;

"হে আল্লাহর রসূল! যে সব লোক আপনার পবিত্রতম দরবারে হাজির হয়ে সালাম আরজ করে, আপনি কি তাদের হাজির হয়ে সালাম আরজ করে, আপনি কি তাদের সালাম সম্পর্কে অবগত? হুজূর এরশাদ ফরমালেন, হ্যা, আমি জবাবও দিয়ে থাকি।" এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রওয়া-ই আক্বদাসে হাজির হয়ে সালাম আরজকারীর সালাম হুজূর নিজে শুনেন ও কবুল করেন। আর দূর-দূরান্ত থেকে আরজকারীদের সালাম ফেরেশতাদর দ্বারা ওই মহান দরদারে পেশ করা হয়। এমন কি, অপর হাদীস শরীফে একথাও সুস্পষ্ট ভাষায় এরশাদ হয়েছে ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে সালাত-সালাম পেশ করা হোক না কেন, তাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে শুনেন ও কবুল করেন। প্রসিদ্ধ কিতাব 'মাতালি'উল মুসার্‌রাত' -এ বর্ণিত হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমানঃ "যে ব্যক্তি আমার রওজা শরীফের নিকট আমাকে সালাম করে তার সালাম তো আমি নিজেই শুনি। আর যে ব্যক্তি দূর-দূরান্ত থেকে সালাম করে তার সালাম পৌছানো হয়।"

(চলবে)

নারায়ে তাকবির
নারায়ে রিসালাত
নারায়ে গাউছিয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসূলাল্লাহ
ইয়া গাউছুল আজম দস্তগীর

গাউসুল আজম রেলওয়ে জামে মসজিদ

প্রতিষ্ঠাতা খতীব: উস্তাজুল উলামা, শায়খুল ইসলাম- অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (র.)

নির্মাণ ও সংস্কার চলছে

আপনিও শরিক হয়ে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করুন।

আরজগুজার

মুহাম্মদ শাহ্ আলম, নির্বাহী সভাপতি
০১৬৭০৮২৭৫৬৮

মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, সেক্রেটারী
০১৫৫২৪৬৫৫৯৯

গাউসুল আজম রেলওয়ে জামে মসজিদ, শাহ্‌জাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

www.sunnibarta.com

শিক্ষা বিস্তারে রাসূল এর আদর্শ

- মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। মেরুদন্ডহীন মানুষ যেমন দাঁড়াতে পারে না, ঠিক তেমনি শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত যে গুণাবলী ও প্রতিভা সুপ্ত রয়েছে, তার বিকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। পবিত্র কোরআনের প্রথম কথাই হল'পড়'। মানবজাতির উদ্দেশে এটিই হল আল্লাহর নির্দেশ। যদি আমরা মানুষের আদি ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করি তবে দেখব যে, হযরত আদম আলায়হিস সালাম কে সৃজন করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বপ্রথম যা দান করেছিলেন তা-ও শিক্ষা। সর্বশেষ ও শ্রে'নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে আরববাসী গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলে। আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়াতের জন্য দু'টি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

এক. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমন হল।

দুই. পবিত্র কোরআন নাযিল হল।

পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছ; 'আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এসেছে একটি নূর ও একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ (৫: ১৫)। এ আয়াতে নূর হলেন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু তা'আলঅ আলায়হি ওয়াসাল্লাম (সূত্র : তাফসীরে জালালাইন) এবং সুস্পষ্ট গ্রন্থ হল পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাতে-কলমে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রেরিত হয়েছেন বিশ্বমানবের জন্য মহান শিক্ষক রূপে। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে মহান আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে বিশ্বমানবতাকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং জ্ঞান-গরিমা, ন্যায়-নীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বোত্তম আদর্শ মন্ডিত এক মানবগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার মধ্য দিয়েই প্রমাণ হয়েছিল তার সেই আদর্শেও শ্রেষ্ঠত্ব। হেরা পর্বতের গুহা থেকে আলোকচ্ছটা নিয়ে - যে মহান জ্যোতি ও অনুপ্রেরণায় তিনি তার মিশন শুরু করেছিলেন, তার প্রথম কথাই ছিল- 'পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃজন করেছেন। (৯৬:০১) বস্তুত ইসলাম হচ্ছে আলোর ধর্ম, অন্ধকারের বিনাশ সাধন এবং শিক্ষার মহান ব্রতে মানবতার সার্বিক কল্যাণময়ী সত্তার উজ্জীবন ও উদ্বোধন। তাইতো আমরা দেখতে পাই ইসলামের কষ্ঠিপাথরের পরশে আরবের অসভ্য বর্বর জাতি পরিণত হলো সভ্যতার নিশান বরদার হিসেবে। আরবের বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মিতে তামাম দুনিয়া আলোকিত হলো এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ (উসওয়াতুন হাসানা) হিসেবে।

শিক্ষা বলতে কি বুঝায়?

শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যা দ্বারা প্রতিটি মানুষকে জীবন যাত্রার কৌশল ও নৈপুণ্যের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তার জীবনের মিশন ও কর্তব্য উপলব্ধির। অপর কথায়-শিক্ষা হচ্ছে মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ। এর লক্ষ্য হচ্ছে সুশিক্ষিত ও মার্জিত পুরুষ ও নারী তৈরি করা, যারা আদর্শ মানুষ এবং রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক রূপে তাদের কর্তব্য সাধন করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এটাই। যে কোন অর্থেই হোক বিষয়টি এরূপ দাঁড়াচ্ছে যে, শিক্ষা হচ্ছে একটি ব্যাপক প্রক্রিয়া এবং তা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনকে প্রভাবিত করে। আর এ কারনে একটি জাতির জীবন শিক্ষার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিভিন্ন যুগের শ্রে'শিক্ষাবিদগণ হতে প্রাপ্ত অভিমতগুলো গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে এ কথার যথার্থ স্বীকৃতিই আমরা পাই।

ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ : শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য জীবনকে সুপথে পরিচালিত করা। মানবকে মানবতার ধর্মে দীক্ষাদানের জন্যই কোরআন ও হাদিসের অবতারণা এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব। সুতরাং কোরআন ও

হাদিসের আদেশ ও নিষেধাবলী বা অন্যূন দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালীর ও উৎকর্ষ সাধনে যে আইন-কানুন অবগতির আবশ্যক, তা জ্ঞাত হওয়া ফরজ। কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্যে কারো প্রতি বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু সমাজে স্বল্প কয়েকজন লোক বিভিন্ন শিক্ষায় অভিজ্ঞ থাকা আবশ্যক। শিক্ষাকে এভাবে দু'প্রকারে বিভক্ত করা যায়, যা সকলের জন্য নিত্য আবশ্যক (ফরযে আইন) এবং স্বল্প কয়েকজন লোক জানলেই যথেষ্ট (ফরযে কেফায়া)। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষানুসারে এভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালীর উন্নয়ন ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় মানুষ মহাপাপে প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জ্ঞান তিন প্রকার - কোরআনের মীমাংসিত আয়াত, হযরতের নিত্য কার্যাবলী এবং ন্যায়সঙ্গত বিধান। এসব ব্যাতীত অন্যান্য জ্ঞান অতিরিক্ত। কোরআন, হাদিস ও ধর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া অথবা সাহিত্য, দর্শন, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ ফরযে কেফায়া। এগুলো সকলের উপর বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু কেউই মহানবীর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষিত ঐ তিন প্রকারের জ্ঞানে পারদর্শী না হলে সকলকেই পাপের গুরুভার বহন করতে হবে। কোরআনে বলা হয়েছে- 'বিশ্বাসীদিগের সকলকেই যুদ্ধে বহির্গত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একদল শরীয়ত বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য এবং প্রত্যাবর্তনের পর তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্যে কেন বহির্গত হয় না? (৯:১২২) ঈমান, নামাজ, রোজা এবং এগুলোর রীতিনীতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানদের পক্ষে ফরয। যাকাত ও হজ্বের রীতিনীতি জ্ঞাত হওয়া কেবল ঐ লোকদের উপর ফরয যাদের সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'যে ব্যক্তি শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে পরাভূত করার জন্যে অথবা নির্বোধ ব্যক্তিগণের সাথে তর্ক করার জন্য অথবা মানব মন আকর্ষণ করার জন্যে বিদ্যান্বেষণ করে, আল্লাহ তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

[আহমাদ ও আবু দাউদ, সূত্র : মিশকাত, পৃ- ৩৪-৩৫]

বস্তুত ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় জীবনে নবীন বসন্তের শুভ্র হাসি ফুটে উঠে না, উঠতে পারে না। ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত মানুষ যতো শিক্ষাই অর্জন করুক না কেন পরকালে সবকিছু অন্তঃসারশূন্য বলে প্রতীয়মান হবে।

শিক্ষা বিস্তারে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ নীতি ঃ-

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাত্র তেইশ বছরে মানব জাতির এক অপূর্ব জাগরণ এনে দিয়েছেন। যারা একদিন তার প্রাণের শত্রু ছিল, তারাই তার শিক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে তার শিক্ষানীতির বিরাট সাফল্য যে, তিনি সমগ্র বিশ্বে তার মহান বাণী পৌছে দিয়েছেন। যারা পরস্পর শত্রু ছিল, তারাই তার শিক্ষা গ্রহণ কররে আপন ভাইয়ে পরিণত হয়েছিল। যেখানে সর্বত্র রক্তক্ষয়ী সংঘাত, খুন-খারাবি অগ্নি দাবানলের ন্যায় জ্বলে উঠেছিল, সেখানে তার শিক্ষার কারণেই শান্তি ও মীমাংসার ফুল ফুটেছিল। যে সমাজে প্রস্তর নির্মিত মূর্তিগুলোকে সেজদা করা হচ্ছিল, সেখানেই তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করা হয়েছিল। এসবই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম- এর মহান শিক্ষার ফলশ্রুতিস্বরূপ। মানব জাতির ইতিহাসে এটিই হল সর্বাধিক বিস্ময়কর ঘটনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে পন্থায় মানুষেকে সত্যের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তন্মেধ্যে একটি হল মানুষযের প্রতি দয়া-মায়া, তাদের কল্যাণ কামনা এবং তার বিনম্র স্বভাব। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন এভাবে- "আল্লাহপাকের অনুগ্রহে (হে রাসূল!) আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয়ে অধিকারী হয়েছেন, আর যদি আপনি রূঢ় মেজাজ ও কঠিন হৃদয় বিশিষ্ট হতেন তাহলে এসব লোক আপনার চারিপাশ থেকে দূরে সরে যেত"। (৩: ১৫৯) এ কারণেই অন্যায়কারীকে দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি রাগান্বিত হওয়ার স্থলে তার জন্য আক্ষেপ করতেন, তার জন্য দোয়া হত, সর্বদা তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করতেন যে, কিভাবে এই পথভ্রষ্ট মানুষদের পথ-

প্রদর্শন করবেন এবং তাদের সঠিকভাবে পরিচালিত করবেন। একবার জনৈক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে দাড়িয়ে প্রশ্রাব করতে শুরু করল, সহাবায়ে কেরাম তাকে ধমক দিতে উদ্যত হলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহবাগণকে এ ব্যাপারে বারণ করলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে কাছে ডেকে এনে অত্যন্ত বিনম্র ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন যে, এটি আল্লাহ পাকের ঘর, ইবাদতের স্থান, এ স্থানকে কোন অবস্থাতেই অপবিত্র করা যায় না। নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আদৌ তার প্রতি রাগ করলেন না। এরপর তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুকে আদেশ দিলেন যেন পানি ঢেলে ঐ স্থানটিকে পবিত্র করা হয়। এ ছিল নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষাদানের একটি পন্থা।

দ্বিতীয়ত প্রিয়নবী মানুষকে যে কাজের শিক্ষা প্রদান করতেন, তিনি নিজেও সে কাজ করতেন। অর্থাৎ তার উপদেশ বা ওয়াজ-নসিহত শুধু মানুষের জন্য ছিলনা এবং নিজে এর উপর সর্বপ্রথম আমল করতেন। যেমন তিনি মানুষকে নামাজের শিক্ষা দিতেন। আর তার অবস্থা ছিল এই, মানুষ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে কিন্তু তিনি আট ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। (অর্থাৎ এশরাক, চাশত এবং তাহাজ্জুদসহ) তাহজ্জুদ অন্য মু'মিনের জন্য ওয়াজিব ছিলনা, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর জন্য ওয়াজিব ছিল। প্রায় সমস্ত রাত তিনি দরবারে ইলাহীতে দন্ডায়মান থাকতেন। তার কদম মোবারক ফুলে যেত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মু'মিনগণকে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায়ের শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজেও তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। এমনকি তার ওফাতের পূর্বমুহূর্তে তিনি দু'জনের কাঁধে ভর করে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেছেন এবং জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করেছেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমজানের রোজা ব্যতীত প্রত্যক মাসে তিনটি রোজা রাখতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দান-খায়রাতের আদেশ দিয়েছেন, আর তিনি দানশীলতার প্রতি এত আগ্রহী ছিলেন যে, সমগ্র জীবনে কোন সাহায্য প্রার্থীকে বিমূখ করেননি।

শিক্ষা সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঃ-

বিদ্যা আলো এবং মূর্খতা অন্ধকার। আলো ও আধার সম্পূর্ণ বিপরীত ঃ

অর্থাৎ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের তারতম্য অনেক। কোরআনে আল্লাহ বলেন- 'আধার ও আলো কি সমান? তোমরা কি চিন্তা করো না? আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম ঐ ব্যক্তিগণ, যারা মূক, বধির এবং নির্বোধ (৮ :২২) আল্লাহ আরো বলেন- 'বলুন যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? (৩৯ :০৯) সুতরাং মহানবীর শিক্ষানুযায়ী অশিক্ষিত লোকদের স্থান নিম্নশ্রেণীর প্রাণী হতেও নিকৃষ্টতম। অপরপক্ষে শিক্ষিত লোকের পদমর্যাদা অতিউচ্চ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে বলেছেন। ক. দু'জন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো পদ গৌরব ও লোভনীয় নহে-ধনাঢ্য ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার জন্যে ক্ষমতা দিয়েছেন এবং ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন এবং সে ঐ অনুসারে কার্য করে ও তা শিক্ষা দেয়"। [বুখারী ও মুসলিম শরীফ, ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে বর্ণিত]

খ. "যখন কোন লোকের মৃত্যু হয়, তিনটি কার্য ব্যতীত অন্যান্য কার্য তার জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। ঐ তিনটি বিষয় হলো ঃ সাদকায়ে জারিয়া, যে ইলম (জ্ঞান) দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং মঙ্গল প্রার্থনাকারী সন্তান"।

গ. "যে ব্যক্তি জ্ঞানেন্বেষণে ভ্রমণ করে আল্লাহ তার বেহেশতের পথ সহজ করে দেন"।

ঘ. "আল্লাহ যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দ্বীনের ব্যুৎপত্তি (জ্ঞান) দান করেন। বস্তুত আমি বন্টনকারী এবং দাতা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

ঙ. "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানদের উপর ফরজ"। (ইবনে মাজাহ, সূত্র- মিশকাত, পৃঃ ৩৪)

চ. "ইলম (জ্ঞান) শিক্ষাদানে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তোমরা পরস্পর উপদেশ দেবে। কেননা সম্পদের খিয়ানতের তুলনায় ইলমের খিয়ানত মারাত্মক দোষণীয়

বিষয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। [রিয়াদুস সুন্নাহ (কবীর) পৃঃ ৫০]

মূলত কোরআন, হাদীস ও অন্যান্য সকল বিষয় জ্ঞানার্জনের জন্যই রাসূল তাগিদ করেছেন। বিজ্ঞান শিক্ষা করাও মহানবীর তাগিদের অন্তর্ভূক্ত। কারণ বিজ্ঞান যেরূপ জড় জগতের সত্য আবিস্কার করে, ধর্মে সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতের চির সত্যের অনুসন্ধান করে। দুটি পরস্পর বিরোধী নহে বরং একই মতের সমর্থক। এই জন্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার অনুবর্তীগণকে বিজ্ঞানে জ্ঞানোপর্জনের জন্যে বিশেষ নির্দেশ রেখে গিয়েছেন। উপরিউক্ত কোরআন ও হাদিসের বাক্যাবলীর ভিতর থেকে এটা স্পষ্ট প্রতিয়মান যে, হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিদ্যাশিক্ষার প্রতি কিরূপ তাকিদ দিয়ে গেছেন।

১২ ই-রবিউল আউয়াল

মুহাম্মদ মারুফ উদ্দিন

রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ,
সুবহে সাদিকের ওয়াক্তে
কি দেখা যায় কি শোনা যায়,
মা আমেনার কোলে।
আনন্দ আর উল্লাসে ভরা,
চন্দ্র, সূর্য আর তারকা
ফেরেশতারা আর হুরে গিলমান,
বলে মারহাবা ইয়া মুস্তফা।
জমিন ধন্য আর আসমান ধন্য,
আর ও ধন্য মানবকুল
কুল কায়েনাতের শ্রে'সম্রাট,
করেছেন ধরায় সুভাগমন।
আনন্দ আর উল্লাস কর,
কর না কোন মতবাদ
এসেছে ধরায় জা-আল হক,
ওয়া যাহাক্বল বাতিল।

এল.এল.বি ১ম পর্বে ২০১৫-২০১৬ ইং সেশনে ভর্তি চলছে

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজ

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)

"বিগত ১৫ বছর যাবত সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ।
[২০১৫ইং সালের পাশের হার ৯৮%]"

ভর্তি চলছে

প্রফেসর ডঃ এম.এম. আনোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে (পীর জঙ্গী মাজারের নিকটে), মতিঝিল,ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০১৭১১১৭৬১২৭, ০১৫৫২৪৬৯১৪৫, ০১৭১১১৪৬৩৫২

পরিবেশ সংরক্ষণে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

- মুহাম্মদ সাজিদুল ইসলাম

সাধারণভাবে আমরা পরিবেশ বলতে বুঝি-গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, আকাশ-বাতাস, মাটি ইত্যাদিকে। এই সকল উপাদানসমূহকে আল্লাহ তা'আলা সুনির্দিষ্ট ও পরিমিত আকারে পৃথিবীতে ভারসাম্যপূর্ণ করে স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন - আমি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। [সূরা আল কামার -৪৯] এবং কোন কিছুই অতিরিক্ত সৃষ্টি করিনি। [সূরা আলে ইমরান ১৯১]

পৃথিবীতে ভারসাম্যমূলক পরিবেশ স্থাপনের পরেই আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর এই মানুষের প্রতিনিধিত্ব ও তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে অসংখ্য নবী রাসূলকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তবে যাকে সৃষ্টি না করলে এই পৃথিবী কখনও সৃষ্টি হত না তিনি হলেন- আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়াহি ওয়াসাল্লাম'র সৃষ্টি করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন "হে নবী, আমি যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে সৃষ্টিজীবের কিছুই সৃষ্টি করতাম না। আর তাই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টি জীব ও পরিবেশ সংরক্ষণে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

পরিবেশ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। পরিবেশ ছাড়া পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্বের রক্ষার কথা কখনও চিন্তা করা যায় না। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি পরিবেশের জন্যই আজও আমরা পৃথিবীতে বেঁচে আছি। কিন্তু বর্তমানের কিছু স্বার্থলোভী মানুষ ও আমাদের অসচেতনতার কারণে পরিবেশ বিপর্যয়ের পথে। পরিবেশের এই ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করে আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগেই এই সমস্যার সমাধান দিয়ে গেছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

পরিবেশ বিপর্যয় বর্তমানে আমাদের জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পরিবেশের উপাদানসমূহ দূষিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই মূলত পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ। সাধারণত পরিবেশ বিপর্যয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দু'টি দূষণের মধ্যে কৃত্রিম দূষণ পরিবেশের জন্য বেশি ক্ষতিকর কেননা প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটলে ও কিছু কিছু সমাধান প্রাকৃতিকভাবে হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা প্রতিনিয়ত নিঃস্বাসের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে কার্বণ-ডাই অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করছে ফলে পরিবেশ ক্ষণিকের জন্য দূষিত হলেও পরবর্তীতে তার ভারসাম্যতা ফিরে পাচ্ছে। তাই প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশ দূষণ হলেও এটা পরিবেশের জন্য ততটা ক্ষতিকর নয়। অপরদিকে মানব কর্তৃক যে দূষণের সৃষ্টি হয় তা পরিবেশ ও পৃথিবীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। পারমাণবিক বর্জ্য, রাসায়নিক বর্জ্য, কলকারখানা ও যানবাহনের বিষাক্ত কালো ধোঁয়া, বনজঙ্গল নিধন করা, নির্বিচারে পশু পাখি শিকার ও জলজ সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদি মানব কর্তৃক দূষণ। আর এ সকল মানব কর্তৃক দূষণের কারণেই পরিবেশ তার ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলছে।

বর্তমানে প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে নগরায়ন ও শিল্পায়নের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে অধিক সংখ্যক দালানকোঠা, কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে ওঠছে। কিন্তু এই অধিক সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য আমরা বনজঙ্গল ধ্বংস করছি, পাহাড় কেটে, ফসলি জমি, খালবিল, নদ-নদী ইত্যাদি ভরাট করে পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনছি। এর ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি, ভূমিক্ষয়, বন্যা, খরা ও সুনামির মতো বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ পৃথিবীতে আঘাত হানছে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে হত্যা করিও না। [সূরা বাকারা, আয়াত - ১৯৫] এবং তোমরা দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইওনা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - প্রকৃত মুসলিম সে, যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট হতে অন্যান্য মুসলিম থাকে নিরাপদ [বুখারী শরীফ] আর যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। [তিরমিযী শরীফ]

মানবসৃষ্টির সূচনাই হয়েছে মাটি থেকে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- যিনি তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন এবং মাটি থেকে মানবসৃষ্টির সূচনা করেছেন। [সূরা সেজদা, আয়াত -৭] আর তাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মাটিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন যাতে তার প্রতিনিধি মানুষ মৃত্তিকাকে ব্যবহার করে জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- তাদের জন্য একটি দিশর্ন মৃত ভূমি আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য যা তারা ভক্ষণ করে। আমি তাকে সৃষ্টি করি খেজুর এবং প্রবাহিত করি মৃত ভূমিকে [সূরা কাফ, আয়াত- ১১] অথচ আমরা মৃত্তিকা ব্যবহারের নামে মৃত্তিকা শোষণ নীতি পরিচালনা করছি। আমরা ভূস্তরের ভারসাম্য নষ্ট করার পাশাপাশি ভূগর্ভের ভারসাম্যতা রক্ষা করে আসছে আর সেই প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন করে আমরা খুব দ্রুত ভূগর্ভের ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলছি। অথচ মৃত্তিকার ভারসাম্যতা রক্ষার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা পৃথিবীর মাটিতে দয়া কর, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনিও তোমাদের দয়া করবেন। কেননা পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা দয়াকারীদের দয়া করেন।

www.sunnibarta.com